# ত্রিশ লাখ শহীদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

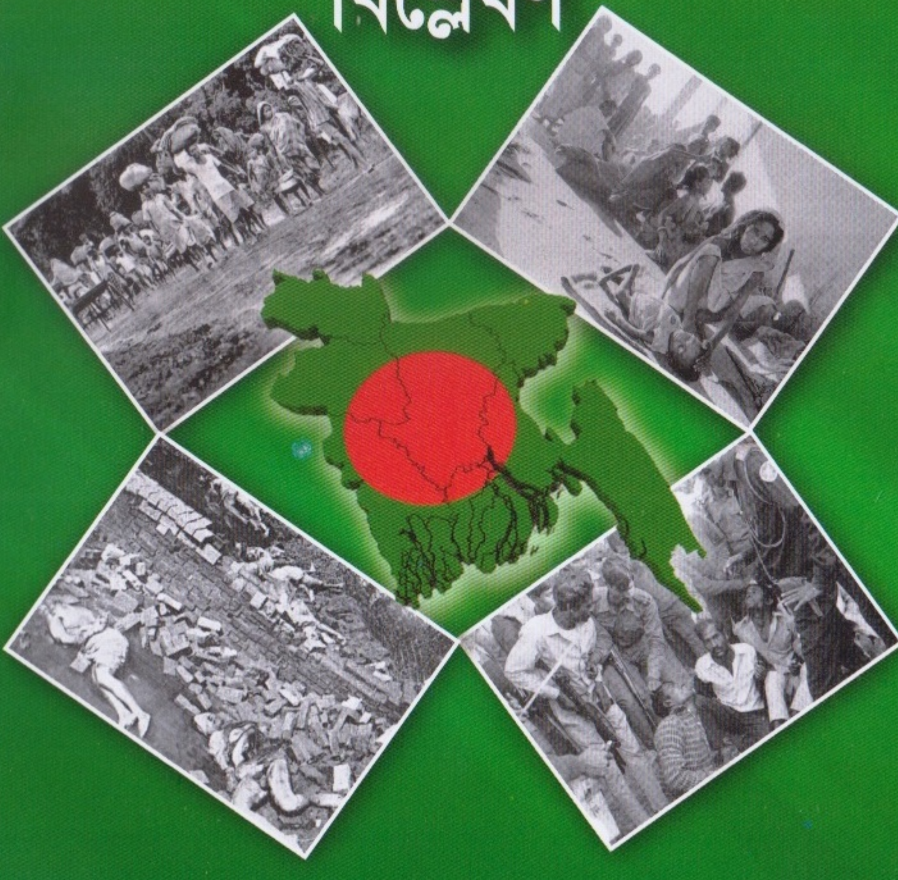

এম. আই. হোসেন

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এম. আই. হোসেন

ইস্টার্ণ পাবলিকেশন্স

www.nagorikpathagar.org

# ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এম. আই. হোসেন

**ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স**
১০৫ গ্রেট রাসেল স্ট্রীট, লণ্ডন, ডব্লিউ সি ২ বি ৩ পি এল, যুক্তরাজ্য

**প্রকাশকাল**
বাংলা সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী'২০১৮ ঈসায়ী

**কভার ডিজাইন ও বর্ণবিন্যাস : এস ইসলাম, লন্ডন**

প্রাপ্তিস্থান : ঢাকাসহ দেশের অভিজাত লাইব্রেরী সমূহে

**গ্রন্থস্বত্ব :** © লেখক

**মুদ্রণে :** ধ্রুব প্রিন্টিং প্রেস, বাংলাবাজার, ঢাকা

ISBN : 974-1-41445 -0

**বাংলা সংস্করণ মূল্য**

**বোর্ড বাঁধাই : ১৫০.০০ টাকা মাত্র**
**পেপার ব্যাক : ১৩০.০০ টাকা মাত্র**
**বিদেশে মূল্য :**

www.nagorikpathagar.org

# মুখবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে সজ্ঞানে যে যার মত ফুটবল খেলছে। আর এই খেলা নিয়ে দেশ দুই ভাগ। এক ভাগের মানুষ নিজেদেরকে 'স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি' দাবী করেন। ৪০-৪৫ বছর পরও যদি 'স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি' দাবী উচ্চারিত হয় তার অর্থ হচ্ছে এখনো 'স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি' বলে একটা কিছুর অস্তিত্ব আছে। বাস্তব বা কাল্পনিক বিপক্ষ শক্তির অস্তিত্ব দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করবে।

স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি দাবীদারগণ দেশের সব কিছুর মালিক ভাবেন নিজেদের। এক থেকে দুই লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার নাম ভাঙ্গিয়ে দেশের সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা-সুফল তারা ভোগ করতে চান। এই ভোগে যাতে কেউ ভাগ বসাতে না পারে সে জন্যে সচেতনভাবেই অন্যদেরকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন।

যারা দেশের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা-সুফল থেকে বারবার বঞ্চিত হচ্ছেন, তার উপর স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে লাঞ্চিত হচ্ছেন, ধীরে ধীরে দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ কমে যাচ্ছে। নিজের অস্তিত্বের জন্যে হয় তারা মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে তথাকথিত স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির লোক হচ্ছেন, নতুবা যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে বিদেশে পাড়ি জমিয়ে ঐ দেশের সেবা করছেন। আর যারা এর কোনটাই পারছেন না, বিপথগামী হয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিতে তারা বাধ্য হতে পারেন। এই পুরো প্রক্রিয়ার সাথে দেশের সুবিধাবাদী জ্ঞানপাপী 'কুবুদ্ধিজীবী'রা জড়িত; অন্যের 'ব্রেইন' দিয়ে যারা নিজের ইতিহাস লিখতে চান।

'ব'-তে বৌদ্ধ; বৌদ্ধ জাতিকে মহাযানী আর হীনযানী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে ভারতের 'মগধ' রাজ্য থেকে উৎখাত করা হয়। 'ব'তে বাঙালি; বাঙালি জনগোষ্ঠীকে একই কায়দায় 'স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি' (মহাযানী)



www.nagorikpathagar.org

আর ‘স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি’ (হীনযানী) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে ‘ব’-তে ‘বাংলা’ রাজ্য (বাংলাদেশ) থেকে উৎখাত করার এক মহা-পরিকল্পনা করা হয়েছে। সুরঞ্জিতসেন গুপ্তসহ অনেকেই আওয়াজ তুলেছেন ‘ধার্মিকরা বাংলা ছেড়ে চলে যাও’।

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ আলাদা একটি রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে মর্যাদা লাভ করে। কোন রাষ্ট্রের মর্যাদা নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকদের ইতিবাচক ভূমিকার উপর। মর্যাদা ও উন্নতি নির্ভর করে ঐ দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ সত্যনিষ্ঠ ভিত্তির উপর, যা তৈরি করেন দেশের নাগরিকগণই।

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে আমাদেরকেই স্বাধীনভাবে রচনা করতে হবে; কারো নির্ধারণকৃত ইতিহাসকে নিজের ইতিহাস ভাবা আত্মঘাতী। সবচেয়ে বড় আবেদন হচ্ছে আসুন আমরা “স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি” অথবা “স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি” না হয়ে হই “বাংলাদেশী শক্তি”।


www.nagorikpathagar.org

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| প্রথম কথা | ০৯ |
| ইতিহাসের দায়বদ্ধতা | ১২ |
| ইতিহাসকে রাজনৈতিক বিকৃতিকায়ন | ১৫ |
| ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন- একটি মত | ২২ |
| ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন- যুক্তিগ্রাহ্য নয় | ২৫ |
| ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন- তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা | ২৭ |
| ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন- বিশ্লেষণ | ২৮ |
| ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজের বক্তব্য বিশ্লেষণ | ৩৭ |
| বধ্যভূমির সংখ্যা দিয়ে হিসাব ও বিশ্লেষণ | ৪৪ |
| বিহারি বধ্যভূমিগুলো কোথায়? | ৪৬ |
| বিহারি হত্যার খন্ডচিত্র | ৪৭ |
| চুকনগর গণহত্যা | ৫০ |
| মুহম্মদ জাফর ইকবালের বক্তব্য বিশ্লেষণ | ৫২ |
| অংকের হিসাব | ৫৪ |
| সামগ্রিক বিশ্লেষণ | ৫৭ |
| আমাদের দুঃখবোধ | ৬৩ |
| শেষ কথা | ৬৫ |


www.nagorikpathagar.org

পাঞ্জাবীদের "মালাউন" নিধন এবং
বাঙালিদের "বিহারী" নিধন
এ দু'য়ে মিলে তৈরি হয়েছিলো যে "ককটেল"
এবং তারই সাথে দিল্লীর সঞ্জীবনী সুধা পান
করে যাত্রা শুরু হয়েছিলো যে "মুক্তিযুদ্ধের",
আজকের এই ১৬ই ডিসেম্বরে তো তারই
ষোলকলা পূর্ণ হলো।

-রইসউদ্দিন আরিফ

সাবেক সম্পাদক, পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি
আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন সমগ্র
[ পাঠক সমাবেশ - ফেব্রুয়ারি, ২০০৭; পৃঃ ১১৯-১২৮]



www.nagorikpathagar.org

# প্রথম কথা

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ বলা হয়, এটা নিয়ে বিতর্ক আছে।"[১] এতে উত্তাল হয় রাজনীতির মাঠ, ঝড় উঠে বিভিন্ন মহলে। ফেসবুকে বয় ইথারীয় উত্তাল। এর ঢেউ লাগে দেশের বিচার বিভাগের দোরগোড়ায়। ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ[২] হিসেবে গণ্য করা হয়। একজন আইনজীবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করার অনুমতি দেয়।[৩] ইতোমধ্যেই বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করা হয় এবং তাঁকে আদালতে হাজির হবার জন্যে সমন ইস্যু করা হয়। তার বাড়িতে টাঙিয়ে তা জারীও করা হয়।

১৯৭১ সনের ০১ মার্চ তারিখ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন কারণে মানুষ নিহত হয়।[৪] **প্রথমত** ০১ মার্চ ১৯৭১ তারিখ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়[৫]। **দ্বিতীয়ত** ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, ইপিআর সদর দপ্তর[৬] এবং ঢাকা শহরের শাখারী বাজারসহ বেশ কিছু এলাকা পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যারা নিহত হয়। **তৃতীয়ত** ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখ থেকে নভেম্বর ১৯৭১ এর শেষ পর্যন্ত প্রায় এক কোটি[৭] মানুষ ভারতে দুইটি কারণে আশ্রয় গ্রহণ করে--(১) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে (২) জীবন বাঁচানোর জন্যে শরণার্থী হিসেবে। এই ভারতে

---

১. ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে এ কথা বলেন। সূত্রঃ ২২.১২.২০১৫ তারিখের দৈনিক প্রথম আলোসহ অন্যান্য পত্রিকা।

২. রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ বাংলাদেশ দন্ড বিধির ১২৪ [ক] ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. ২১ জানুয়ারি ২০১৬ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করার অনুমতি দেন।

৪. এ সময়টি উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে The Bangladesh National Liberation Struggle [Imdemnity] Order, ১৯৭৩ এর মাধ্যমে এই সময়ের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে বিপক্ষের কাউকে হত্যা করে থাকেন তার,দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

৫. পুলিশের গুলিতে কিছু বাঙালি মুসলিম মারা যায়।

৬. পিলখানা BGB সদর দপ্তর।

৭. ভারতীয় বাহিনী অর্থ ভারতের নিয়মিত বাহিনীসহ তিব্বতীয় বাহিনী ও অন্যান্য অনুগত রাষ্ট্রীয় বাহিনী।



www.nagorikpathagar.org

যাওয়া আসার পথে মানুষ মারা যায়। **চতুর্থত** নয় মাসের যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যু। **পঞ্চমত** নয় মাসের যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা দেশের বেসামরিক মানুষ হত্যা। **ষষ্ঠত** জীবন বাঁচানোর জন্যে ভারতে যারা শরণার্থী হয়ে বিভিন্নভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এবং **সপ্তমত** ডিসেম্বরে বা আগে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর[৮] যারা মারা গিয়েছেন।

বিপরীতে, পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী থাকার কারণে ০১ মার্চ ১৯৭১ তারিখ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত যারা বিভিন্নভাবে মারা যায়। **প্রথমত** পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে নয় মাসের গেরিলা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মৃত্যু। **দ্বিতীয়ত** বিহারিদেরকে হত্যা। **তৃতীয়ত** নয় মাসের যুদ্ধের সময় ও পরে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সমর্থকদেরকে হত্যা। **চতুর্থত** ডিসেম্বর বা আগে[৯] ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর যারা মারা গিয়েছে।[১০]

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হন, এর অর্থ দাঁড়ায় পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী যারা মারা গিয়েছে তাদেরকে এ হিসেবে আনা হয়নি। তারপরও স্বাধীনতার স্বপক্ষের ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে- এ সংখ্যা নিয়ে দেশ-বিদেশে প্রশ্ন রয়েছে। কোন প্রকার জরীপ, শুমারী বা গবেষণা ছাড়াই এই সংখ্যা উল্লেখ করায় 'সংখ্যাটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত'-- এমন কোন মর্যাদা লাভ করেনি। বরং বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ করায় দেশ-বিদেশের মানুষ বারবার বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

---

৮. ভারতীয় বাহিনী অর্থ ভারতের নিয়মিত বাহিনীসহ তিব্বতীয় বাহিনী ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় বাহিনী।

৯. তিব্বতীয় বাহিনীর তিনজন দাপন (ব্রিগেডিয়ার) এবং ভারতীয় বাহিনীর তিনজন কর্ণেল বাহিনী নিয়ে দেমাগিড়ি সীমান্ত এলাকা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এসে ১২ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এই যুদ্ধ ২৮ দিন চলে। সূত্র: www/m.rediff.com/news/slideshow/slideshow-1-a-war-which-was-not-theirs/20120110. ftm

১০. John Richard Sisson and Leo E Rose Regardless of the figure, this is a horrifying loss of life, but it is still possible to get anything like reliable estimates as to (1) how many of these were "liberation fighters" killed in combat (2) how many were Bihari Muslims and supporters of Pakistan killed by Bengali Muslims and (3) how many were killed by Pakistani, Indian and Mukti Bahini fired and bombing during hostilities. (War and Secession Pakistan, India and Creation of Bangladesh, P-306)


www.nagorikpathagar.org

বিশ্ব ইতিহাসে প্রতিটি যুদ্ধে কোন পক্ষের কতজন মানুষ মারা গিয়েছে তার জন্যে দুইটি সংখ্যা উল্লেখ রয়েছে। যেমন বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন আর কাফেরদের পক্ষে ৭০ জন নিহত হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামের পক্ষে ৪,৫৫,৪৭৫ জন এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে ৪,৭৯,৬৬০ জন মারা যায়।[১১] ১৯৬৫ সনের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে নিরপেক্ষ দাবী অনুসারে ভারতের ৩০০০ জন এবং পাকিস্তানের ৩৮০০ জন মারা যায়।[১২] এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ ব্যতিক্রম। তাই ৪৫ বছর পরও যুদ্ধকালে 'বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে' কতজন আর 'পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী' কতজন মারা গিয়েছে তার সঠিক সংখ্যা জানার প্রয়োজনীয়তা বারবার দেখা দিয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান সরকারীভাবে অন্তত দুই বার এবং দলীয়ভাবে অন্তত এক বার এ সংখ্যা নিরূপণ করার চেষ্টা করেন। এরপর আর কোন সরকার এ নিয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (তদানীন্তন) প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম ২৬. ০৯. ২০১০ তারিখে সংসদে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে তা গণনার কোন পরিকল্পনা এ সরকারের নেই।[১৩] কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন যে, ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে- এ সংখ্যাটি এখন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এ নিয়ে কোন কথা বলা বা কোন গবেষণা করার দরকার নেই।

আবু সাঈদ জিয়াউদ্দিন বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং মানুষকে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এই দালালরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো যথাযথ উপাত্ত না থাকায় সহজেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে মিথ্যাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।"[১৪]

---

১১. উচ্চতর সংখ্যা ও নিম্নতর সংখ্যার যে রেঞ্জ (range) উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে নিম্নতর সংখ্যা ধরা হয়েছে এখানে।

১২. পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের দাবী অনুসারে ভারতের ৮২০০ জন এবং ভারতের দাবী অনুসারে পাকিস্তানের ৫২৫৯ জন মারা যায়।

১৩. আমাদের সময়; তারিখঃ ২৭.০৯.২০১০

১৪. মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা আবু সাঈদ জিয়াউদ্দিন।
ttp://www.virtualbangladesh.com


www.nagorikpathagar.org

একটি সত্যাশ্রয়ী জাতি-রাষ্ট্র (Nation–state) গঠনের জন্যে সত্যাশ্রয়ী ইতিহাস রচিত হওয়া প্রয়োজন। এই সত্যাশ্রয়ী ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে একটি মজবুত জাতিস্বত্বা তৈরি হবে। দেশের নাগরিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভাজন দূর করার জন্যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হওয়ার সংখ্যাতাত্ত্বিক ইতিহাসটি গবেষণার মাধ্যমে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করা দরকার। তিন লক্ষ হোক আর ত্রিশ লক্ষ হোক অথবা ছেচল্লিশ লক্ষ অথবা পঞ্চাশ লক্ষ হোক সত্যাশ্রয়ী গবেষণার মাধ্যমে সংখ্যাটি বের করা আবশ্যক। গবেষণার পথ রুদ্ধ করার জন্যে সংসদ আর আদালতকে ব্যবহার করা হলে জাতি অন্ধকারে নিমজ্জত হবে।

৪৫ বছর পরও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে তা নিয়ে বিদেশীরা প্রশ্ন করে। ৭১ সনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার পথ রুদ্ধ করার জন্যে সংসদে আইন প্রণয়ন এবং সেই আইনের উপর ভিত্তি করে আদালতকে ব্যবহার করার অপচেষ্টা নিয়েও তারা প্রশ্ন করে। The Guardian সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, That is why it is dispiriting that Bangladesh, which won its independence from Pakistan 45 years ago, is considering a draft law called the <u>liberation war denial crimes bill</u>.[১৫] Were this to be passed, it would be an offence to offer "inaccurate" versions of what happened in the war. It seems the intention would be, in particular, to prevent any questioning of the official toll of 3 million killed by the Pakistani army and its local allies during the conflict. Many think that figure is much too high.[১৬]

## ইতিহাসের দায়বদ্ধতা

ইতিহাস হচ্ছে অতীতকে বর্তমান ও বর্তমানকে ভবিষ্যতের আয়নায় দেখা। আর আয়না হচ্ছে ইতিহাসবিদ। ইতিহাসবিদ যদি স্বচ্ছ (প্রত্যুৎপন্নমতি, রাজনীতি ও

---

১৫. The Liberation War (Denial, Distortion, Opposition) Crimes Law

১৬. http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/08/the-uardian-view-on-the-bangladesh- history-debate-distorted-by-politics ccessed on 09.04.2016

■ The Guardian এর Editorial টি পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য।


www.nagorikpathagar.org

মতাদর্শ নিরপেক্ষ এবং বিশ্লেষক) হন তা হলে ইতিহাসের আয়নাও স্বচ্ছ হবে; পাঠক অতীতের ঘটনাকে বর্তমান ভেবেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষক আফসান চৌধুরী বলেন, "বাংলাদেশের রাজনীতির এমনই হাল যে, সরকার পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের তথ্য পরিবর্তিত হয়। এর ফলে ইতিহাসের 'সরকারিকরণ' ঘটেছে, যা একটি জাতীয় ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাস পরিবর্তনের বিপদটা তাই সবসময় মাথার উপর ঝুলে থাকে।"[১৭]

পৃথিবীর ইতিহাস চর্চা রাজনীতিমুক্ত নয়। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চা অতিমাত্রিক রাজনৈতিক হওয়ার কারণে, এর নান্দনিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা লোপ পাচ্ছে। দুঃখজনক হলো ইতিহাসবিদগণ বিষয়কে তার আপন স্থানে না রেখে আবেগ, রাজনৈতিক অবস্থা, ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর চাহিদা, আর্থিক আনুকূল্য ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিবিদদের এই নৈতিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে আফসান চৌধুরী বলেন, "যে কোনো ইতিহাসচর্চার কাজটি রাজনীতিমুক্ত রাখা উভয়ের জন্য কল্যাণকর।"[১৮]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আদালতের বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত করা হয়, যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আফসান চৌধুরী বলেন, "ইতিহাসের একজন গবেষকের অবস্থান থেকে কথাগুলো বলছি, আইনের বা আদালতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে নয়। আমার মতে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কতজন শহীদ হয়েছেন, মারা গেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন তার সুনির্দিষ্ট গবেষণাভিত্তিক তথ্য আমাদের কাছে নেই। যেহেতু এ ধরনের কোনো জরিপ বা গবেষণা করা হয়নি, সে কারণে এই সম্পর্কিত যে কোনো সংখ্যাভিত্তিক তথ্য সঠিক বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এটা আইনের বিষয় নয়, গবেষণার বিষয়।"[১৯]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ নিয়ে সত্যাশ্রয়ী গবেষণা করার সময় এসেছে। সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলার মত সাহসীরাও এগিয়ে আসছেন। যেমন পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্যে আগরতলায় যে ষড়যন্ত্র করা হয় সেই প্রসঙ্গে কর্ণেল শওকত আলী বলেন, "এ কথা ঠিক, তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

---

১৭. ইতিহাসের সন্ধানে না সংখ্যার সন্ধানে, আফসান চৌধুরী; ডিসেম্বর ৪, ২০১৪; http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22787 accessed on 28.01.2016

১৮. ibid

১৯. ibid


www.nagorikpathagar.org

কৌশলগত কারণে বঙ্গবন্ধুসহ আমরা সবাই বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছিলাম। বাঙালি জাতিও মামলাটিকে মিথ্যা মামলা হিসেবে অভিহিত করে তা প্রত্যাহারের দাবি তুলেছিল; তা ছিল ১৯৬৮-৬৯ সালের কথা। কিন্তু এখন তো ইতিহাস সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।"[২০]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের কতগুলো ঐতিহাসিক নির্ণয়ক (Historical Determinant)[২১] বিষয়ে পুরো দেশবাসীর সত্যাশ্রয়ী ঐক্যমত্য প্রয়োজন। বিভাজিত দেশবাসীর সকল মতের মানুষের মধ্যে win-win situation সৃষ্টি করতে হবে।

এই ঐতিহাসিক নির্ণয়কগুলো ঐক্যমত্যভাবে সত্যায়ন (Recognition) করতে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। আজ যদি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোন মিথ্যা তথ্যকে সত্য আর সত্য তথ্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাবাদীকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয় আর সত্যবাদীকে রাজাকার-আলবদর, পাকিস্তানী[২২] বা অচ্ছুৎ হিসেবে সমাজচ্যুত করা হয় তা হলে একদিন আসবে যে দিন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মুক্তিযোদ্ধাগণ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।[২৩]

The Bangladesh history debate: distorted by politics[২৪] (বাংলাদেশের ইতিহাস বিতর্কঃ রাজনৈতিক বিকৃতিকায়ন) হচ্ছে ০৮.০৪.২০১৬ তারিখে The

---

২০. সত্য মামলা আগরতলা, কর্ণেল শওকত আলী; ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২১. ঐতিহাসিক নির্ণয়কগুলো হচ্ছে-

১. কি কি কারণে পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রয়োজন ছিল?

২. শেখ মুজিব কি আসলেই পাকিস্তান ভাঙ্গাতে চেয়েছিলেন?

৩. স্বাধীনতার ঘোষক কে ছিলেন, শেখ মুজিব না মেজর জিয়া?

৪. ভারত কি আমাদের বন্ধুত্বের কারণেই মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভাঙ্গার কাজে এগিয়ে আসে?

৫. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূলনীতি কেন সংবিধানের মূলনীতি নয়?

৬. স্বাধীনতার চেতনা কি ইসলাম বিরোধী?

৭. স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন পক্ষে কতজন মারা গিয়েছে?

৮. স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন পক্ষে কতজন নারী ধর্ষিত হয়েছে?

৯. মিথ্যা ইতিহাস রচনা করা কি স্বাধীনতার চেতনা?

২২. শেখ হাসিনা ০৭.৩.২০১৬ তারিখের ভাষণে বলেন, "দেশের উন্নতি খালেদা জিয়ার পছন্দ নয়। তার আত্মাতো পড়ে থাকে পাকিস্তানে। তার জন্ম ভারতে, প্রিয় স্থান পাকিস্তান। উনি এ দেশের মানুষকে রেহাই দিয়ে পাকিস্তানে চলে গেলেই পারেন।" দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৮.০৩.২০১৬

২৩. মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ দেশে ৬০০০ টিরও বেশী বই লেখা হয়েছে। কিন্তু কোনটাই বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

২৪. http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/08/the-guardian-view-on-the-bangladesh-history-debate-torted-by-politics accessed on 09.04.2016


www.nagorikpathagar.org

Guardian পত্রিকার সম্পাদকীয়। এতে সংখ্যাতাত্ত্বিক ইতিহাস সঠিকভাবে রচনা করার তাগিদ দিয়ে বলা হয় Time passes, a cooler understanding of events prevails, and the propaganda and exaggeration taken for fact in the heat of conflict can be discarded. History cannot be changed but it can be re-assessed.[২৫]

## ইতিহাসকে রাজনৈতিক বিকৃতিকায়ন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠির অপরাজনৈতিক পুঁজিস্বত্ব। এই গোষ্ঠি ছাড়া অন্য কোন দলের কোন নেতা কর্মী মুক্তিযুদ্ধ করেছেন; অথবা, অন্য কোন দলে মুক্তিযোদ্ধা থাকতে পারে এটা তারা স্বীকারই করতে চান না। রনাঙ্গনে জীবনবাজি রেখে সেদিন যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন অথচ এখন অন্য কোন দল বা মতাদর্শে বিশ্বাসী তারা আর এখন মুক্তিযোদ্ধা নন। তাদেরকে বলা হয় (নব্য) রাজাকার কিংবা ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এই দেশের একটি অগ্নিকুন্ড। যারা মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত চেতনাকে তাদের নিজেদের একক সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন[২৬] বা এককভাবে ধারন করতে চান তারা যেমন এই অগ্নিকুন্ডের খোরাক; তেমনই যারা মুক্তিযুদ্ধের এই তথাকথিত চেতনার সাথে একমত হতে পারেন না তারাও এই অগ্নিকুন্ডের খোরাক।

১. এই অগ্নিকুন্ডে তথাকথিত চেতনাপন্থীরা একে একে ধরাশায়ী হচ্ছে। যতক্ষণ তারা চেতনার নামে মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাসকে ধামাচাপা দেওয়ার কাজে সহযোগী থাকছেন ততক্ষণ তারা চেতনাপন্থী। অথবা যতক্ষণ তারা আওয়ামী লীগ বা এর কোন নেতার কোন অনৈতিক, দেশ বিরোধী, দুর্নীতি, সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সমালোচনা করছেন না ততক্ষণ তারা চেতনাপন্থী। ভুলেও যদি কোন সমালোচনা করেছেন তখনই তারা চেতনা বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী, নব্য রাজাকার, পাকিস্তান প্রেমী ইত্যাদিতে ভূষিত হন।

---

২৫. Editorial, The Guardian: ibid

২৬. The Guardian পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় Awami League, the party that led the drive for independence, wants to assume total ownership of the war, সূত্রঃ Editorial, The Guardian. ibid


www.nagorikpathagar.org

২. এই অগ্নিকুন্ডে তথাকথিত চেতনাপন্থী যারা নন তারা প্রতিটি মুহূর্তে স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার-আলবদর, পাকিস্তান প্রেমী ইত্যাদি বানে জর্জরিত। তাদের সন্তানেরা রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অথবা, রাষ্ট্রে সম্পদ কেউ লুট করলে কেউ যদি প্রতিবাদ করেন তা হলেও তারা স্বাধীনতা বিরোধী, রাজাকার-আলবদর, পাকিস্তান প্রেমী। নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে--এখন তারা জঙ্গী, জিহাদী, মৌলবাদী। রাষ্ট্রীয় কোন চাকরি তারা বা তাদের পোষ্যরা পাবেন না।[২৭]

প্রতিদিনই দল বদলের খেলা চলছে। মিথ্যা কথার কোন প্রতিবাদ করলে বা সত্য কথা বললেই তথাকথিত চেতনাপন্থীরা তাদেরকে চেতনা বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী, নব্য রাজাকার, পাকিস্তান প্রেমী ইত্যাদিতে ভূষিত করছে। বিপরীতে, তথাকথিত চেতনার বাইরের কেউ কেউ নব্য চেতনাপন্থী সাজার চেষ্টা করছে। তথাকথিত চেতনাপন্থী থেকে চেতনা বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী, নব্য রাজাকার, পাকিস্তান প্রেমী ইত্যাদিতে ভূষিত হয়েছেন এমন কয়েকজন–

## ১. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

আওয়ামী (মুসলিম) লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা।[২৮] এবিএম মূসা তার সম্পর্কে বলেন- "মওলানা ভাসানী না হলে আওয়ামী লীগ হতো না, বঙ্গবন্ধুর মতো একজন কালজয়ী নেতা তৈরি হতো না, এ দেশের মুক্তি সংগ্রাম হতো না, স্বাধীনতা যুদ্ধ হতো না, বাংলাদেশ নামক একটি দেশের জন্ম হতো না।"[২৯] মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনিই ছিলেন মুজিব নগর সরকারের প্রকৃত গার্ডিয়ান।[৩০] ১৯৭২ সনের ২২ জানুয়ারী তিনি ভারত সরকারের গৃহ-অন্তরীণ,[৩১] অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরৎ আসেন। সরকারের কোন অভ্যর্থনা ছিল না; একান্ত নিভৃতে তিনি গিয়ে উঠেন সন্তোষে। আজ আর চেতনাপন্থীদের কেউ স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টার জন্মদিবস-মৃত্যুদিবস পালন করে না।

---

২৭. এমন ঘোষণা দেওয়ার পর চেতনাপন্থী থেকে চেতনা বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী, নব্য রাজাকার, পাকিস্তান প্রেমী ইত্যাদিতে ভূষিত হতে হয় কিনা এই ভয়ে কেউ কোন কথা বলেননি।

২৮. মাওলানা ভাসানী স্বাধীনতার পিতৃপুরুষ, রাশেদ খান মেনন। সূত্রঃ মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী; পৃঃ ৮৭

২৯. দৈনিক জনকন্ঠ, তারিখঃ ২৩. ১১. ১৯৯৫

৩০. দৈনিক ইত্তেফাক, তারিখঃ ২৬.০৩.২০০৩

৩১. মাওলানা ভাসানী স্বাধীনতার পিতৃপুরুষ, রাশেদ খান মেনন। সূত্রঃ মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী; পৃঃ ৯০; ঝিনুক প্রকাশ।


www.nagorikpathagar.org

## ২. জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী

জেনারেল ওসমানী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর যখন পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পন করে তখন তাকে সেই অনুষ্ঠানে আসতে দেওয়া হয়নি। ১৯৭২ সনে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যে সনদ দেওয়া হয়েছিল তাতে সর্বাধিনায়ক হিসেবে জেনারেল ওসমানীই স্বাক্ষর করেন। কিন্তু ১৯৯৬ সনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে জেনারেল ওসমানীর স্বাক্ষর করা সনদ বাতিল করে শেখ হাসিনার স্বাক্ষর করা সনদ চালু করে।[৩২]

## ৩. তাজউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার নেতৃত্ব ছিল। শেখ মুজিব দেশে ফিরে এসেই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করে নিজে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। তাজউদ্দিন আহমেদকে অর্থ মন্ত্রী করেন। ডাঃ কালিদাস বৈদ্য বলেন, "তাজুদ্দিন তার (শেখ মুজিবের) মনের কথা বুঝতে না পেরেই ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন করলেন। তাই মুজিবের সব রাগ তাজুদ্দিন ও ভারত সরকারের উপর পড়ল। ভারতের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা না থাকলেও আকারে ইঙ্গিতে তা তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাজুদ্দিনকে তিনি রেহাই দিলেন না। পাকিস্তান ভাঙার উপযুক্ত শাস্তি দিতেই কিছুদিন পরে মন্ত্রীসভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন।"[৩৩]

## ৪. মেজর এম এ জলিল

বাংলাদেশের প্রথম বন্দী মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল। ভারত কর্তৃক এ দেশের সম্পদ লুণ্ঠিত হওয়া শুরু হলে তিনি প্রতিবাদ করলে ভারতীয় বাহিনী তাঁকে বন্দী করে। এই অপমানে তিনি আর সেনাবাহিনীর চাকরিতে ফিরে যাননি। রাজনীতিতে সক্রিয় হন, সিরাজুল আলম খান, আ স ম আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজসহ গড়ে তুলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জাসদ।

---

৩২. মুক্তিযোদ্ধা সনদ পরিবর্তনের মাধ্যমে 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' বিকৃতি করা হয়।

৩৩. ■ বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব, ডাঃ কালিদাস বৈদ্য পৃঃ ১৭৫

■ তাজুদ্দিনের নামে প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজটি বন্ধ করে দেয় শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনা।


www.nagorikpathagar.org

## ৫. আ স ম আব্দুর রব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যে কয়টি নাম জ্বলজ্বল করে তাদের মধ্যে আ স ম আব্দুর রব অন্যতম। তুখোড় ছাত্রনেতা স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন চার খলিফা হিসাবে খ্যাত[৩৪] খলিফাদের অন্যতম আ স ম আবদুর রব। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক। এই চার খলিফার নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।[৩৫]

## ৬. বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী

তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সমর নায়ক যিনি ভারতীয় বাহিনীর সাহায্য ব্যতিরেকেই ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন। ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বাঘা কাদের নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে বঙ্গবীর নামেও ডাকা হয়। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বাহিনী কাদেরিয়া বাহিনী তাঁর নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তাঁকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকলেও ১৯৯৯ সালে তিনি আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন এবং কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগ নামক রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

আওয়ামী লীগের কর্মকা-ের সমালোচনা করায় আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য, তথাকথিত চেতনাপন্থী তার আপন ভাই আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বলেছেন, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী একজন নব্য রাজাকার।[৩৬]

---

৩৪. নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস, আ স ম আবদুর রব এবং শাজাহান সিরাজ.

৩৫. ১৯৭০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির এক অবিস্মরণীয় স্বপ্ন বুননের দিন। এদিন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি হয়েছিলো। আ স ম আবদুর রব তখনকার ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) ১১৬ নম্বর কক্ষে থাকতেন। এই কক্ষেই বসেই সেদিন নিউক্লিয়াসের পরিকল্পনাতেই আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ, মার্শাল মনি, শরীফ নূরুল আম্বিয়া স্বাধীন বাংলার পতাকার কাঠামো তৈরি করেন। পতাকার ভিতরের মানচিত্র সেলাই করা সম্ভব ছিলো না বিধায় তা অংকন করেন শিবনারায়ণদাস।
http://www.priyo.com/blog/2014/03/03/56744.html#sthash.W8dKeb0.dpuf

৩৬. http://www.jjdin.com/?view=details&archiev=yes&arch_date=29-08-13&pe=single&pub_no=583&cat_id=1&menu_id=14ews_type_id=1&index=11


www.nagorikpathagar.org

## ৭. এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দোকার

মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।[৩৭] তিনি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পনের সময় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন বলে দাবী করা হলেও তিনি বেসামরিক পোশাকে একজন দর্শক ছিলেন মাত্র। স্বাধীনতার পর তিনি পদোন্নতি পেয়ে এয়ার ভাইস মার্শাল হন এবং বিমান বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পান। প্রচারিত আছে যে, শেখ মুজিবের হত্যাকান্ডের পর তিনি এর প্রতিবাদে বিমান বাহিনী প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

তিনি ২০০৯-২০১৩ সময়কালে আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু '১৯৭১: ভেতরে বাইরে' শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে বই প্রকাশের পরই তিনি পাকিস্তানের চর হয়ে গেছেন। সংসদেও তাকে গালাগালি করতে তথাকথিত চেতনাপন্থীরা সরব। কেউ বলছেন, পাকিস্তান বিমান বাহিনীর কাছ থেকে পরিকল্পনা নিয়ে এসে তিনি মুক্তিযুদ্ধে ঢুকে পড়েছিলেন। রাজাকার বলতেও কেউ দ্বিধা করছেন না।

এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ সত্য কথা বলা বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হওয়ার কারণে মুক্তিযুদ্ধে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করে অথবা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগিতা করেও আজ রাজাকার খেতাব পাচ্ছেন। দৈনিক মানব জমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তার জীবনের ঘটনা বলতে গিয়ে আক্ষেপ করে যখন বলেন, "এরপরও মুক্তিযোদ্ধা হতে পারলাম না";[৩৮] তখন হাজারো-লাখো শহিদ বলেন, "আপসোসের কি হলো বুঝলাম না? মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারগণ যেখানে রাজাকার বাণে জর্জরিত সেখানে আপসোসের কি আছে? আপনি সাংবাদিক যেহেতু রাস্তা ঘাটে তো চলেন, আওয়ামী লীগের মধ্যে যারা একই দলের অন্যায়কারীদের প্রতিবাদ করে তারাও কি 'রাজাকার' গালী শোনে না? তা হলে কী রাজাকাররা সত্যবাদী? যে ভাবে

---

৩৭. এ কে খন্দকার মুক্তিযুদ্ধের সময় উপ প্রধান সেনাপতি এবং তার র‍্যাংক ছিল গ্রুপ ক্যাপ্টেন (সেনা বাহিনীর কর্ণেল সম র‍্যাংক)।

৩৮. ■ দৈনিক মানব জমিন, তারিখঃ ০৭.০৩.২১০৬

■ এই বই প্রকাশের সময় তিনি আবার চেতনাপন্থী হয়েছেন।


www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা খেলা হচ্ছে সেভাবে হয়তো এ মহান ত্যাগী-দেশ প্রেমিকরা মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়টি গোপন রাখবে।"[৩৯]

সর্বশেষ আক্রমণের শিকার হচ্ছেন ডাঃ ইমরান এইচ সরকার। যেই ইমরান সরকার আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় 'র' এর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছেন সেই ইমরান সরকার সাংবাদিক শফিক রেহমানকে গ্রেফতার করার প্রতিবাদ করায় সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, "আমি আশাই করেছিলাম বিএনপি এটা নিয়ে মিথ্যা বলার চেষ্টা করবে। যদিও আমি আশ্চর্য হয়েছি ইমরান সরকারের বিষয়ে। সম্ভবত শেষ পর্যন্ত তার আসল চেহারাটা উন্মোচিত হলো। এটা দেখে মনে হচ্ছে, সে আমাদের বেশির ভাগ সুশীলের মতোই, আরেকটা সুবিধাবাদী এবং মিথ্যাবাদী। হয়তো বিএনপি তাকে পয়সা দিয়েছে। কে জানে? যেভাবেই হোক, আমি তার প্রতি সব শ্রদ্ধা হারিয়েছি। তাকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে আমাদের সরকারের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।"[৪০]

বিপরীতে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে মুরগী সরবরাহকারী শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন, কবি শামসুর রাহমান, প্রফেসর কবীর চৌধুরীর মত বড় বড় রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন।[৪১] শাহ আলমের মত অনেকেই বলেন, "আপনি কি জানেন? মুক্তিযোদ্ধা হতে হলে আওয়ামী লীগ নামক একটি যন্ত্রে অবশ্যই ঢুকতে হবে, যেই যন্ত্রে একজন নামকরা রাজাকারও যদি কোনভাবে ঢুকে পড়ে সাথে সাথে সেই বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হয়ে বেড়িয়ে আসে।[৪২]

স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে আরো একটি মিথ্যাচার রয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে (এখনও তা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি) কিছু মানুষ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অপরাজনীতির চেতনা সৃষ্টিতে মশগুল হন। তারা স্বাধীনতার ঘোষক মেজর (পরবর্তী সময়ে জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি)

---

৩৯. দৈনিক মানব জমিন, তারিখঃ ০৭.০৩.২১০৬ Online version এ প্রতিক্রিয়া। accessed on 03-07-2016 সময়ঃ ০৬:২২:৫২

৪০. প্রথম আলো, ১৭ এপ্রিল, ২০১৬

৪১. এই রকম ২৬ জনের একটি তালিকা 'বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ; এম আই হোসেন; ২য় সংস্করণ পৃঃ ১২৬-১২৮

৪২. দৈনিক মানব জমিন, তারিখঃ ০৭.০৩.২১০৬ Online version এ প্রতিক্রিয়া। accessed on ২০১৬-০৩-০৭ সময়ঃ ০৫:১৫:৪৩


www.nagorikpathagar.org

জিয়াউর রহমানকে কখনো বাইচান্স মুক্তিযোদ্ধা[৪৩], কখনো কখনো পাকিস্তানের চর[৪৪] (গোয়েন্দা) হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুসারে বাংলাদেশের মৌলিক স্তম্ভ হচ্ছে তিনটি (১) বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য (২) মানবিক মর্যাদা ও (৩) সামাজিক সুবিচার[৪৫]। যে ঘোষণাপত্রের উপর আস্থা রেখে মানুষ স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন; সেই ঘোষণাপত্র থেকে জাতিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে তথাকথিত চেতনাজীবীরা মিথ্যাচার করে যাচ্ছে। এতে 'সাম্যের' পরিবর্তে দেশ আজ বিভাজিত; 'মানবিক মর্যাদা' একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর একক সম্পত্তি হিসেবে পরিণত; আর, সামাজিক সুবিচার[৪৬] তাতো ভুলণ্ঠিত।

ইতিহাসের পিঠে ইতিহাস দেখা দরকার। ১৯৪৭ সনের পূর্বে শেখ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। ১৯৪৮ সন থেকেই তিনি পাকিস্তান ভাঙ্গার চিন্তা শুরু করেন[৪৭]। যেমনটি শেখ হাসিনা বলেন, "এখানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ৭ মার্চেই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এ ঘোষণা তিনি দিয়ে আসছিলেন সেই ১৯৪৮ সাল থেকে।"[৪৮] **এই কথাটির তিনটি মাত্রা হতে পারে-**

১. শেখ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনের কোন কর্মী ছিলেন না। তিনি তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে যা বলেছেন তা অসত্য বর্ণনা। অথবা, এটি শেখ মুজিব নিজে লিখেননি; অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে তার নামে চালানো হচ্ছে। এটাই মিথ্যা চেতনার ইতিহাস। অথবা,

---

৪৩. মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী এ কে এম মোজাম্মেল হক এই কথা বলেন। সুত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো (সহ অন্যান্য সকল দৈনিক), তারিখঃ ১৯.০৮.২০১৪

৪৪. আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ডঃ হাসান মাহমুদ বলেন, "মুক্তিযুদ্ধকালে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের গুপ্তচর।" সূত্রঃ যায়যায়দিন তারিখঃ ০৩.১২.২০১৪

৪৫. সংবিধানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযুক্ত আছে।

৪৬. সামাজিক বিচার, দাপ্তরিক বিচার এবং আদালতিক বিচার- সব ধরনের বিচারই ভুলণ্ঠিত।

৪৭. কি এমন ঘটতে পারে যে, একটি দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মাথায় তা ভাঙ্গার চিন্তা করতে হয় একজন ছাত্র নেতাকে। এই বিষয়টি ঐতিহাসিক বিকৃতি।

৪৮. দৈনিক নয়াদিগন্ত, তারিখঃ ০৮.০৩.২০১৬


www.nagorikpathagar.org

২. শেখ মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। তিনি ৮ জানুয়ারী ১৯৭২ পর্যন্ত পাকিস্তানের নাগরিক ছিলে[৪৯]। ডাঃ কালিদাস বৈদ্য যেমন বলেন, "তাঁর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বোঝা গেল যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চেয়ে অখন্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়াকেই বেশি গুরুত্ব দিলেন।"[৫০]

তিনি ১৯৪৮ সাল থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে আসছিলেন যেমন ঐতিহাসিক মিথ্যাচার। তেমনি, ৭ মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তাওঐতিহাসিক মিথ্যাচার। অথবা,

৩. শেখ মুজিব ১৯৪৮ সাল থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে আসছিলেন যদি সত্য হয়, তা হলে তিনি প্রচ- মুসলিম বিরোধী ছিলেন। কারণ হিন্দুরা হাজার বছর ধরে অপেক্ষায় ছিল মোসলমানদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে। পাকিস্তান ভেঙ্গে সেই আশা পূরণ হওয়াতে ১৮.১২.১৯৭১ তারিখে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "হাজার সাল কা বদলা লিয়া।"[৫১]

## ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন ঃ একটি মত

স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন এ তথ্য প্রথম দেন এম আর আখতার মুকুল। তিনি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে তার চরমপত্র নামক বেতার কথিকায় বলেন "জেনারেল টিক্কা খান হেই অর্ডার (আর্ডার) পাইয়া ৩০ লাখ বাঙ্গালির খুন দিয়া গোসল করলো।"[৫২] উল্লেখ্য যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক কর্মকর্তাদের এক সভায় বলেন, "Kill three million on of them and the rest will eat out of our hands"[৫৩]

---

৪৯. তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে ঐ দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে যুক্তরাজ্য যান। সূত্রঃ ডঃ কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার; তারিখঃ "সাপ্তাহিক" ২৮অক্টোবর ২০১০

৫০. বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব, ডাঃ কালিদাস বৈদ্য পৃঃ ১৩৪

৫১. http://www.bdnow.net/blog/blogdetail/detail/2601/muhon/73091#. VxEzr-QwCYg accessed on 15.04.2016

৫২. চরমপত্র, এম আর আখতার মুকুল, পৃঃ ৩২৫

৫৩. Massacre: The Tragedy of Bangladesh and the Phenomenon of Mass Slaughter Throughout History (1972) Robert Payne p. 50.


www.nagorikpathagar.org

Sisson and Rose বলেন, India set the number of victims of Pakistani atrocities at three million, and this is still the figure usually cited[৫৪]. তিন মিলিয়ন (৩০ লাখ) সংখ্যাটি ভারতীয়রা নির্ধারন (সেট) করে বা চাপিয়ে দেয়, যা এখনো প্রচার করা হয়।

দৈনিক পূর্বদেশের (পত্রিকাটি ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তানপন্থী ছিল) সম্পাদক এহতেশামুল হায়দার চৌধুরী[৫৫] তার পত্রিকায় ২২.১২.১৯৭১ তারিখে "ইয়াহইয়া জান্তার ফাঁসি দাও" শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লেখেন। সেখানেই প্রথম লেখা হয়, "হানাদার দুশমন বাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ নিরীহ লোক ও দু'শতাধিক বুদ্ধিজীবিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে"।

প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদা। প্রাভদার ঢাকাস্থ সংবাদদাতা পূর্বদেশে প্রকাশিত সংবাদ অথবা ভারতীয় কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত ৩০ লাখ সংখ্যাটি দ্রুত প্রাভদায় প্রেরণ করেন। ১৯৭২ সনের ৩ জানুয়ারি এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে[৫৬]।

The Bangladesh Observer ০৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ শিরোনাম করে এভাবে, Pak Army Killed over 30 Lakh people সংবাদে লিখা হয়, Newspaper Pravda has reported that over 30 lakh persons were killed throughout Bangladesh by the Pakistani occupation forces during the last nine months, reports ENA. Quoting its Special Correspondent stationed in Dacca, the paper said that the Pakistani military forces immediately before their surrender to MuktiBahinis and the Allied Forces had killed about 800 intellectuals in the capital city of Bangladesh alone."

পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ৮ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে যুক্তরাজ্যে আসেন। 'র' এর পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ

---

৫৪. War and Secession: Pakistan, India and Creation of Bangladesh; John Richard Sisson and Leo E Rose. P-306

৫৫. শহীদ বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর ছোট ভাই হচ্ছেন এহতেশামুল হায়দার চৌধুরী

৫৬. পরিশিষ্ট ঃ ৩



www.nagorikpathagar.org

আপা ভাই প্যান্থ তাকে হিথ্রো বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান এবং তিনিই শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ল্যারিজ (Claridge) হোটেলে আনেন। ধারনা করা হয়, মিঃ আপা ভাই প্যান্থ তাকে বলেছেন, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেরেছে[৫৭]।

তারপরও শেখ মুজিবুর রহমান বিবিসি সাংবাদিক সিরাজুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেন, "কত লোক মারা গেছে মুক্তিযুদ্ধে? আমি তাঁকে (শেখ মুজিবুর রহমানকে) বলেছিলাম, হতাহতের কোনো হিসেব কেউ রাখেনি, রাখা সম্ভবও ছিল না। তবে বিশ্ব মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর এবং বিভিন্ন জনের বাচনিক বিবরণ থেকে মনে হয় লাখ তিনেক লোক মারা গেছে, আমরা মিডিয়াকে সর্বশেষ সে হিসেবই দিয়েছি। অন্য কোনো মহল থেকে তিনি ভিন্ন হিসেব পেয়েছিলেন[৫৮] নাকি মানসিক ক্লান্তি, আবেগের আতিশয্য ইত্যাদি কারণে লাখে আর মিলিয়নে তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন? কারণ যাই হোক পরে ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে সাক্ষাতকারে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধে তিন মিলিয়ন (৩০ লাখ) বাংলাদেশী মারা গেছে।"[৫৯]

অর্থাৎ ১৯৭২ সনের ৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিন মিলিয়ন অর্থাৎ ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে।

Rudolph J. Rummel বলেন, Beneath the consolidated overall toll I show my calculation from the partial estimates (line 81[৬০] ). These are rather close. Consolidating both ranges, I give a final estimate of Pakistan's democide to be 300000 to 3000000 or a prudent 1500000 (line 82[৬১]).

---

৫৭. এক জীবন এক ইতিহাস, সিরাজুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৭৬

৫৮. যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ আপা ভাই পান্থ থেকে পেয়ে থাকতে পারেন। ইঙ্গিতটা সেদিকেই।

৫৯. এক জীবন এক ইতিহাস, সিরাজুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৭৬

৬০. Line 81 means 81st line of the statistical table.

৬১. Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder Since 1900, Rudolph J. Rummel; p: 155


www.nagorikpathagar.org

অন্য দিকে, স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে তার তথ্য বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।

এম আর আখতার মুকুল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে তার চরমপত্র নামক কথিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লাখ লোক মারা গিয়েছে বললেও ঐ দিনে প্রকাশিত বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র/বুলেটিন BANGLADESH- Liberation Supplement এ উল্লেখ করা হয় যে, foreign correspondence have reported that one and a half million people have since been killed in Bangladesh.

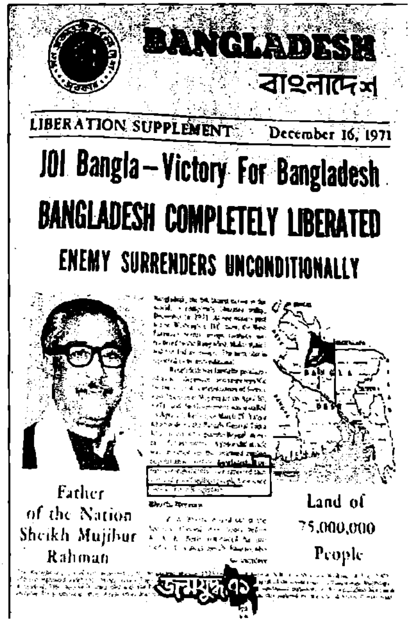
BANGLADESH
বাংলাদেশ
LIBERATION SUPPLEMENT December 16, 1971
JOI Bangla—Victory For Bangladesh
BANGLADESH COMPLETELY LIBERATED
ENEMY SURRENDERS UNCONDITIONALLY
Father of the Nation Sheikh Mujibur Rahman
Land of 75,000,000 People

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭২ সনের ৩ জানুয়ারিতে টিভি ভাষণে বলেন (দৈনিক বাংলা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২) "দশ লক্ষাধিক মানুষের আত্মহুতির মাঝ দিয়ে আমরা হানাদার পশুশক্তির হাত থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঢাকার বুকে সোনালী রক্তিমবলয় খচিত পতাকা উত্তোলন করেছি।[৬২]

যুদ্ধের পরপর ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ শিং দাবী করেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দশ লক্ষ মানুষ মারা যায়।[৬৩] তা ছাড়া Gary J Bass উল্লেখ করেন A senior Indian official put the Bengali death toll three hunderd thousand (300,000) (একজন ভারতীয় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বলেন যে, তিন লাখ বাঙালি মারা গিয়েছে।[৬৪]

৬২. ১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল, ড. সাঈদ-উর রহমান; পৃষ্ঠা-৪৮।

৬৩. The Blood Telegram India's Secret War in East Pakistan, Gary J.Bass ; p: 322

৬৪. The Blood Telegram India's Secret War in East Pakistan, Gary J.Bass ; p: 22



www.nagorikpathagar.org

জেনারেল অরোরা বলেন, "আমরা সবাই জানি যে, পাকিস্তান আর্মি প্রায় দশ লাখ বাঙ্গালীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু শেখ মুজিব এই বিষয়কে আরো নৃশংস করার জন্যে সবার সামনে বলেন যে, পাকিস্তান আর্মি ত্রিশ লাখ বাঙ্গালীকে হত্যা করেছে। এটা একেবারেই অসম্ভব।[৬৫]

পাকিস্তান ১৯৭১ সনের যুদ্ধের বিষয়ে একটি কমিশন গঠন করে যা হামুদুর রহমান[৬৬] কমিশন নামে পরিচিত। সে কমিশনের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাব্বিশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

১৯৭২ সালের দিকে বঙ্গবন্ধু সরকার শহীদদের পরিবারকে প্রতিজন শহীদের বিপরীতে ২০০০ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ঐ সময় তৎকালীন সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধারা সারা দেশ চষে বেড়িয়ে ৭২ হাজারের মতো শহীদের তালিকা তৈরি করেছিল। ঐ তালিকা থেকে নিহত রাজাকারদের নাম বাদ দিয়ে মোটামুটি ৫০ হাজার শহীদের পরিবারকে ২০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, বঙ্গবন্ধু সরকার খুঁজে পেয়েছিলেন ৫০ হাজারের মতো শহীদ![৬৭] এই হিসেব অনুসারে ২২ হাজার রাজাকার মারা যায়।

বাংলাদেশ ইনস্টিউট অব ষ্ট্র্যাটিজিক ষ্টাডিজের ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসের জার্নালে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের মেয়াদ ছিল ৮ মাস ৩ দিন। এই যুদ্ধে নিহত হয় ৫০ হাজার লোক।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাডিজ-এর সিনিয়র গবেষক এবং সাংবাদিক শর্মিলা বোস তার Death Reconing: Memories of the 1971 Bangladesh বইয়ে মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদের সংখ্যা ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) থেকে ১০০০০০ (এক লক্ষ) উল্লেখ করেছেন।

---

৬৫. বাংলাদেশে যুদ্ধের স্মৃতিচারণ, দৈনিক ইনকিলাব, ১২ মার্চ ১৯৯৪

৬৬. বিচারপতি হামুদুর রহমান একজন বাঙালি আইনজীবী ছিলেন। ১৯৬৮ তিনি পাকিস্থানের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

৬৭. আবদুল মোহাইমেন, ভাষা সৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা, লক্ষীপুর থেকে ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে এমপি নির্বাচিত। এই সাক্ষাতকারটি ইয়াহিয়া মির্জা কর্তৃক ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ধারনকৃত যা প্রকাশিত হয়,সাপ্তাহিক তারালোক এর পরবর্তী সংখ্যায়।


www.nagorikpathagar.org

২০০৮ সালে British Medical journal এ প্রকাশিত রিপোর্টে 'Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: analysis of data from the world health survey programme' বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা ২,৬৯,০০০ (দুই লাখ ঊনষাট হাজার)।[৬৮]

একইভাবে ২০১১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তিতে বিবিসির সাংবাদিক Mark Dummett 'Bangladesh war: The article that changed history শিরোনামের আর্টিকেলে তৎকালীন দ্যা স্যানডে টাইম এর সাংবাদিক অ্যান্থনী মাস্কারেণহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশ করে, Exact number of people killed is unclear – Bangladesh says it is three million but independent researchers say it is up to 500,000 fatalities' অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার বলছে নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ কিন্তু, প্রকৃত সংখ্যা প্রায় ৫লক্ষ।[৬৯]

## ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা

ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ এর তৃতীয় ডাইমেন্সন ওপেন করেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। তিনি ২০ মে ১৯৭৩ তারিখে 'দৈনিক জনপদ' এ "আজ সাহস করে কিছু সত্য বলা প্রয়োজন" শিরোনামে নিবন্ধে লেখেন, "আমরা এখন বলছি, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ বাঙ্গালী শহীদ হয়েছে। কোন পরিসংখ্যান ছাড়াই আমরা বলছি ৩০ লাখ বাঙ্গালী মরেছে। কিন্তু যে এক কোটি বাঙ্গালী ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের মধ্য চার লাখ শিশু, দশ লাখ নারী এবং দু'লাখের মত বৃদ্ধের (মোট ১৬ লাখ মানুষের) মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্যে আমরা, যারা মুজিব নগরে গিয়ে প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। এই মৃত্যুর রেকর্ড আছে কলকাতার কাগজে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণার্থী অপুষ্টি আর অনাহারে। আর এই শিশু আর নারীর মুখের গ্রাস, যা সাহায্য হিসাবে বিদেশ থেকে এসেছে সংক্রান্ত হিসাবের খাতায়।

---

৬৮. http://timesofindia.indiatimes.com/.../articlesh.../3147513.cms...

৬৯. http://www.bbc.com/news/world-asia-16207201



www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে কল্যাণী, টাকি, মধ্যম গ্রাম, হাবড়া প্রভৃতি উদ্বাস্তু শিবিরে ঘুরে বেড়িয়েছি; আর দেখেছি মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ। এক এক শিবিরে এক একদিনে ৪০০ থেকে ৫০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে কালোবাজারে ব্যবসা জমিয়েছিলেন আমাদেরই এক শ্রেণীর জনপ্রতিনিধি।"

মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, একাত্তর সালে প্রায় এক কোটি শরণার্থী দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাঁদের একটা বড় অংশ[৭০]রোগে শোকে মারা গেছে, তাঁদের সংখ্যাটা ধরা হলে একাত্তরে শহীদের সংখ্যা খুব সহজেই ৩০ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে।[৭১]

ডাঃ কালিদাস বৈদ্য 'ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ' এর চতুর্থ ডাইমেন্সন ওপেন করেছেন। তার মতে 'ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ' সবাই হিন্দু ছিলেন। ডাঃ কালিদাস বৈদ্য তার 'বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব' এ বলেন, "কোরানে লিখিত আল্লার আদেশ তামিলের বাস্তবরূপ হিন্দুরা ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কালে দেখেছে। তারা দেখেছে প্রায় ত্রিশ লক্ষ নিরীহ হিন্দুকে হত্যা, তাদের বাড়ি-ঘর লুণ্ঠনের পরে তা জ্বালিয়ে দেওয়া, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, ধর্মান্তকরণ, ১ কোটি হিন্দুর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ।"[৭২] একই বইয়ে ডাঃ বৈদ্য, প্রায় ত্রিশ লক্ষ হিন্দুর বাংলাদেশের ভিতরে জীবন বলি দিতে হয়েছে[৭৩] বললেও অন্যত্র বলেন, সব নাম লিখতে গেলে ৩০ লক্ষ মানুষের নাম লিখতে হয়। তবে তার মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশই হিন্দু।[৭৪] তার মতে "সেখানে মুসলিম লিগ, আওয়ামি লিগ, ন্যাপ, কমুনিস্ট পার্টি ও জামাতে ইসলাম দল নির্বিশেষে তাদের কর্মী সমর্থকরা হিংস্র বাঘের মতো কেবল মাত্র হিন্দুদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে।"[৭৫]

---

৭০. একটি বড় অংশ বলতে কতটুকু বুঝাতে চেয়েছেন, শরনার্থীদের ১০%, ২০% ৩০%, ৪০% ৫০%.?? ১০% মারা গেলে ১০ লক্ষ, ২০% মারা গেলে ২০ লক্ষ, ৩০% মারা গেলে ৩০ লক্ষ ... মানুষ মারা গেছে ভারতের শরণার্থী শিবিরে।

৭১. শহীদের সংখ্যা এবং আমাদের অর্ধশত বুদ্ধিজীবী, মুহম্মদ জাফর ইকবাল; ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬

৭২. বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব, ডাঃ কালিদাস বৈদ্য; প্রকাশনায়ঃ কর্মকার বুক স্টল, ১০৪ রামলাল বাজার, কোলকাতা- ৭০০০৭৮; সন -২০০৫ পৃঃ লেখকের কথা-২

৭৩. বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব, ডাঃ কালিদাস বৈদ্য পৃঃ ১৮০

৭৪. বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব, ডাঃ কালিদাস বৈদ্য পৃঃ ১৪৬

৭৫. বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব ; ডাঃ কালিদাস বৈদ্য পৃষ্ঠা ১৫৩


www.nagorikpathagar.org

ডাঃ কালিদাস বৈদ্যের সাথে একমত পোষণ করেন রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। তিনি বলেন "গবেষকদের অনেকের মতে স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের অধিকাংশ ছিল সংখ্যালঘু।"[৭৬]

Benjamin A. Valentino ডাঃ কালিদাস বৈদ্য অথবা রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর সাথে একমত পোষণ করেন বলেন, Over 10,000,000 Bengalis were forced from their homes and between 500,000 to 3,000,000 of them (mostly Hindus) died during the partition of Bangladesh in 1971.[৭৭]

## ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন ঃ একটি বিশ্লেষণ

বেগম খালেদা জিয়া এ নিয়ে পূর্বে কোন দিন কোন কথা বলেছেন এমনটি জানা যায় না। তিনি দেশের দুই দুইবার পূর্ণকাল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে ত্রিশ লক্ষ শহীদ নিয়ে যে বিতর্ক তা নিরসনের কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন বলেও আমাদের জানা নেই। তা হলে কি কারণে এ রকম একটি ইস্যু নিয়ে তিনি বক্তব্য রেখেছেন তা অনেকের কাছে প্রশ্ন হতে পারে।

ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেন, বিএনপি নেত্রী তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে 'বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগকেই' সামনে এনেছেন। তিনি আরো বলেন, সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে উনি শেখ মুজিবকেই উচ্চকিত করেছেন, এজন্য আপনাকে (খালেদা জিয়া) ধন্যবাদ।[৭৮]

মুক্তিযুদ্ধের সময় ঠিক কতজন মানুষ শহীদ হয়েছেন তা নিরূপনের জন্য ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান ডিআইজি পুলিশ জনাব আব্দুর রহিমকে সভাপতি করে ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এর অন্যান্য সদস্যরা

৭৬. ■ বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী তার সম্পাদিত পৃঃ XXI
■ পরিশিষ্টঃ অতিরিক্ত-১

৭৭. Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the 20th Century, Benjamin A. Valentino; p- 192

৭৮. ■ http://www.ptbnews24.com/91881?q=print accessed on 28.01.2016
■ ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরীর এটি 'পরাজিত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ' মনে হয়েছে।


www.nagorikpathagar.org

ছিলেন (২) প্রফেসর খোরশেদ আলম, গণপরিষদ সদস্য, কুমিল্লা (৩) মাহমুদ হোসেন খান, গণপরিষদ সদস্য, বগুড়া (৪) আব্দুল হাফিয, গণপরিষদ সদস্য, যশোর (৫) মহিউদ্দিন আহমেদ, ন্যাপ (৬) জালাল উদ্দিন মিয়া, পুলিশের প্রাক্তন এসপি (৭) মুহাম্মদ আলী, উপ-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় (৮) টি হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (৯) মহিউদ্দিন, পরিচালক, শিক্ষা বিভাগ (১০) মুবারক হোসেন, উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ (১১) উইং কমান্ডার কে এম ইসলাম, বিমান বাহিনী (১২) এম এ হাই, উপ-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (সদস্য সচিব)।[৭৯]

২০১৪ সালের ৯ অক্টোবর লরেন্স লিপশুলজের (Lawrence Lifschultz) লেখা cÖeÜ A MAN & HISTORY ON TRIAL THE CASE OF DAVID BERGMAN থেকে জানা যায় যে -- কমিটির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কর্মী নিয়োগ করে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেই অনুসন্ধানমূলক জরিপ চালানো হয়েছিলো। কিন্তু আকস্মিকভাবে ১৯৭৪ সালে এই কমিটির কাজ স্থগিত ঘোষণা করে কমিটি বিলুপ্ত করা হয়।

কিন্তু William Drummond এর মতে এই কমিটি একটি প্রতিবেদন পেশ করে। তিনি (শেখ মুজিব) প্রতিবেদন দেখে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তা William Drummond উল্লেখ করেন এই ভাবে The draft report showed an overall casualty figure of 56,743. When a copy of this draft report was shown to the Prime Minister, he lost his temper and threw it on the floor, saying in angry voice 'I have declared three million dead, and your report could not come up with three score thousand! What report you have prepared? Keep your report to yourself. What I have said once, shall prevail.[৮০] (খসড়া রিপোর্টে মৃতের সংখ্যা ৫৬,৭৪৩ দেখানো হয়। যখন এই খসড়া রিপোর্টের একটি অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো হয়, তখন তিনি রাগে ফেটে পড়েন এবং বললেন, 'আমি তিন মিলিয়ন মানুষ মারা যাওয়ার ঘোষণা করেছি,

---

৭৯. ত্রিশ লাখের তেলেসমাত, জহুরী ; পৃঃ ৬২

৮০. ■ William Drummond, The Missing Millions, The Guardian, London, 6 June, 1972

■ প্রতিবেদনটি ১৯৭২ সনের ৬ জুন দাখিল করা হয়েছিল।


www.nagorikpathagar.org

আপনাদের রিপোর্ট হাজারের অংকে থেকে গেলো? আপনারা কি রিপোর্ট করেছেন? যান, রিপোর্ট নিয়ে খাট্টা খান, আমি যা বলেছি তাই থাকবে।)

জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, "উনি (শেখ মুজিবুর রহমান) ১৩ তারিখ (১৩ য়ারী ১৯৭২) দায়িত্বভার নেওয়ার পরে ডঃ সাত্তারকে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে কতজন গেছেন, মুক্তিযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নিরূপনের জন্য কমিটি করেছিলেন। না ডঃ সাত্তারের জুনিয়র আসাফুদ্দৌলা সাহেব জীবিত। উনি তো কমিটিতে ন, জানেন সেই কমিটিতে কি হয়েছে। উনার এটা দায়িত্ব জানানোর।"[৮১]

মুজিবুর রহমান দলীয় নেতা কর্মীদেরকেও মুক্তিযুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে তার দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এর অর্থ দাড়ায় তিনি লন্ডনে যা বলেছেন তা বিশ্বাস করেন না; অথবা, প্রকৃতপক্ষে কতজন মারা গিয়েছে তার একটা হিসেব রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থেই জানতে চান; অথবা, দেশ স্বাধীন করার নেতৃত্ব যারা ছেন তাদের দেওয়া তথ্য প্রকৃত সত্য থেকে কতদূর এবং এর মাধ্যমে তাদের কতটুকু কমান্ড স্থাপন করা যাবে তা যাচাই করে দেখেন।

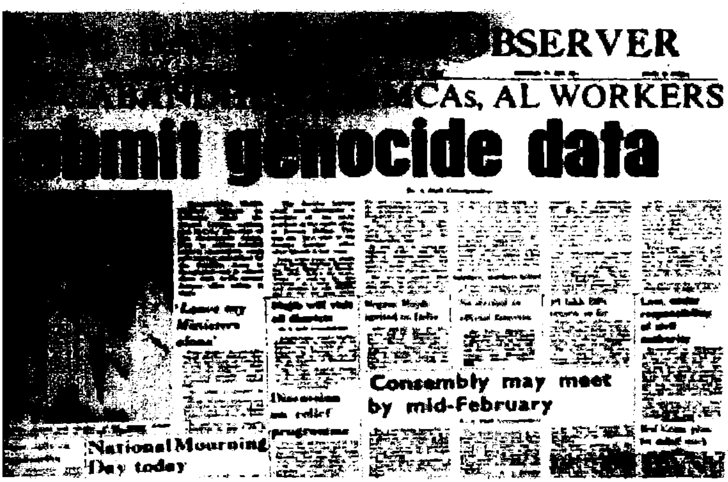
BSERVER

MCAs, AL WORKERS

genocide data

Consembly may meet by mid-February

National Mourning Day today

১ সালে ডাঃ এম এ হাসানের নেতৃত্বে গঠিত "ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং ট" নামের একটি বেসরকারি সংগঠন সুনির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে

■ http://www.ptbnews24.com/91881?q=print accessed on 28.01.2016

■ এ তথ্যটি আমাদের অনেকের জানা ছিল না।


www.nagorikpathagar.org

প্রায় ১৭ বছর যাবৎ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে দেশে শহীদের সংখ্যা নিরূপনের চেষ্টা করে। তাদের সংগঠনটি পুরো বাংলাদেশ চষে বেড়িয়েছে, গ্রামে গ্রামে গিয়েছে।

ডাঃ হাসান ৯৪৮ টি বধ্যভূমি বা গণকবরের সন্ধান পেয়েছেন। ডাঃ হাসানের মতে, আমাদের গবেষণা অনুসারে প্রতিটি গণকবরের বিপরীতে আরও চারটি গণকবর রয়েছে যার উপর পরবর্তীকালে স্থাপনা নির্মিত হয়েছে কিংবা যার হদিস পাওয়া যায় না। এই হিসেবে মোট গণকবরের সংখ্যা ৫০০০ বলে ধরে নেয়া যায়। যদি প্রতিটি কবরে ১০০টি করে লাশ থাকে তবে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫,০০,০০০।[৮২]

ডাঃ হাসানের **মতে** ৩০ লক্ষ একটি অতিরঞ্জিত সংখ্যা এবং সঠিক সংখ্যাটি সম্ভবত ১২ লক্ষের কাছাকাছি হবে।[৮৩] যেমনটি William Drummond বলেন, three million deaths figure is an exaggeration so gross as to be absurd. (আমার বিচারে ৩০ লাখ মৃতের সংখ্যা অতিরঞ্জন, এবং অসম্ভব)।[৮৪]

২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ মোট ২৬৫ দিনে বাংলাদেশে কতজন মানুষ যুদ্ধের কারণে মারা গিয়েছেন এর সরকারি ভাষ্য, সরকারের অপ্রকাশিত প্রতিবেদন এবং বেসরকারি প্রতিবেদনসহ দেশী বিদেশী বিভিন্ন বই পত্র-পত্রিকা ও প্রতিবেদনে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা থাকায় এ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি ঘনীভূত হচ্ছে।

নানাবিধ কারণে এ দেশের মানুষ ১৯৭১ সনের পূর্ব থেকেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সনে 'ভারতের আনুকূল্যে স্বাধীনতা' না পাকিস্তানের কাঠামোতে অধিকার[৮৫] এই নিয়ে মানুষ স্পষ্টত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে বিভাজন সবচেয়ে প্রকট হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে। প্রশ্নবিদ্ধ ত্রিশ লক্ষ শহীদ আজ রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়েছে। ইতিহাসের দায়মুক্তির দায় এসেছে আমাদের সকলের উপর।

---

৮২. http://www.pamphleteerspress.com/the-case-of-david-bergman/; accessed on 15.03.2016

৮৩. ibid

৮৪. The Guardian, "The Missing Millions"; 6 June 1972.

৮৫. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসনের জন্যে আন্দোলন করেন, কিন্তু তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বলেন, 'আমিই স্বায়ত্ত্বশাসন'।


www.nagorikpathagar.org

বিভাজিত জনপদের একদলের অধিকাংশ[৮৬] স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ, এই সংখ্যাতেই অটল। তারা এর তথ্য নিয়ে অন্য কোন আলোচনা শুনতে রাজী নন। এই সংখ্যা নিয়ে কোন গবেষণা হোক তাও তারা চান না। তাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে যে যারা এ নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন অথবা আলোচনা করতে চান তাদেরকে তারা স্বাধীনতা বিরোধী, পাকিস্তানের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করেন। ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বলেন,"আজ যারা ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারা আসলে নিজেরাই বিভ্রান্ত। খোঁজ নিয়ে দেখলেই জানা যাবে, যারা ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন বা এর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা দাবি করেন, তাদের সবারই পাকিস্তানি সম্পৃক্ততা রয়েছে- হয় পারিবারিকভাবে, নয় রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে।"[৮৭]

আফসান চৌধুরীর গবেষণামূলক লেখার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মুনতাসির মামুন সজীব বলেন, "আফসান চৌধুরী যতটা না তথ্য হাজির করেছেন তার থেকে নিজে কি হাতিঘোড়া মরেছেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার ফিরিস্তি হাজির করে নির্মোহ ভাবে মুক্তিযুদ্ধকালীন নিহত শহীদের সংখ্যা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। এই বিতর্কের উদ্দেশ্য কি তা সকলেই জানি। গোয়েবলীয় কায়দায় মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস মুছে ফেলার হীন ষড়যন্ত্রে যে গোষ্ঠী তৎপর আফসান সাহেব এদের বাইরের কেউ নন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে শাণিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তাই তথাকথিত ভিন্ন বয়ান হাজির করে প্রজন্মের মগজ ধোলাই করা যাবে না।"[৮৮]

আফসান চৌধুরীর একই লেখার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে Chandra Bindu বলেন, "জনাব আফসান চৌধুরী এসব তথ্য না জেনেই এ রকম সেনসিটিভ বিষয়ে কলাম লিখলেন কেন, আশ্চর্য হচ্ছি। পড়াশুনার বিকল্প নেই।"[৮৯]

---

৮৬. বাকী অংশ খুবই ছোট এবং তারা সত্যটা বলবেন না আবার মিথ্যাটাও বলবেন না, তারা একেবারেই চুপ।

৮৭. ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যাতত্ত্ব, ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ; www.banglanews24.com/printpage/page/454679.html accessed on 28.01.16

৮৮. http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22787 accessed on 28.01.16

৮৯. ■ ibid

■ আফসান চৌধুরীর মত ইতিহাসবিদকে নিয়ে যা বলেছেন তা ধৃষ্টতাপূর্ণ।


www.nagorikpathagar.org

মোকতেল হোসেন মুক্তি বলেন, বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানের ভার সইতে না পেরে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখন ভূমিহীন বাস্তহারাদের মতো তছনছ হয়ে যেতে বসেছে। এ ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতার কঠিন দিনগুলোতে নিভৃত গ্রামে গা-ঢাকা দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিল। কেউ-বা পাকি বাবার হাত ধরে রাওয়ালপিন্ডি চলে গিয়েছিল।[৯০]

বিপরীতে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী 'স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ' এই সংখ্যা নিয়ে যথেষ্ঠ সন্দিহান। eleyas মনে করেন "যারাই ৭১ এর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে তাদের কি সঠিক তালিকা করা অসম্ভব? না আমার মতে অবশ্যই সম্ভব। আমরা সকলেই আমাদের পরিবার ও তার ইতিহাস জানি। কে মুক্তিযুদ্ধ করেছে আর কে করেনি আর কে রাজাকার ছিল..? নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা শুমারী চালালে সঠিক মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা ও শহীদের সংখ্যা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু দরকার এ সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষ তদারকি আর ইনভেস্টমেন্ট। আসলে দরকার সরকারের সদিচ্ছা।"[৯১]

কারণ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস না থাকলে আগামী প্রজন্ম বিভ্রান্তির মধ্যে থাকবে। সেটা আমরা হতে দিতে চাই না। সেটা উচিতও হবে না। ইতিহাস যেহেতু একমুখী নয়, তার বহুমুখ এবং বিপুল আকাঙ্ক্ষা বিধায়, নির্মোহ ঢঙে তা লেখা হলে সেখানে জনগণের ইচ্ছা ও নোভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। আমরা তো জনগণের আকাঙ্খারই প্রতিফলন দেখতে চাই। mahboob hasan এর মত এমনটাই মনে করেন অধিকাংশ চিন্তাশীল মানুষ।[৯২]

যদি এস্টিমেশন ব্যবহার করে সঠিক সংখ্যার ধারণা নিরীক্ষণ করা যায়, তবে তা ব্যবহার না করে রূপকল্প সংখ্যা ব্যবহার করা কতটুকু বৈজ্ঞানিক? কেনই-বা একটি অনিরীক্ষিত সংখ্যাকে আমরা আমাদের শহীদদের সংখ্যা বলে বিবেচনা করছি? সৈয়দ আলির এই মতের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন অনেকেই।

---

৯০. http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22787 accessed on 28.01.16

৯১. ibid

৯২. ibid


www.nagorikpathagar.org

Tarek Aziz এর মতে ইতিহাস নতুন করে তৈরি করা যায় না। তাই যা ঘটেছে তা জানা না থাকলে অনুসন্ধান করা এবং জানা একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাস রাজনীতির উর্ধ্বে। রাজনীতির ইতিহাস বাংলাদেশে যতটা না বিদ্যমান বা আছে, ইতিহাস নিয়ে রাজনীতি ব্যাপক ও বিস্তর। ইতিহাসহীন জাতি পরিচয়হীন, দিকভ্রষ্ট। জাতির কল্যাণেই ইতিহাস সত্য ও তথ্যনির্ভর হতে হবে। তবে প্রশ্ন হল, এর জন্য আর কতদিন সময় লাগবে?[৯৩]

মিনা ফারাহ শেরপুর জেলার শহীদ ও মৃতের সংখ্যা বের করেছেন। এই জেলায় মোট ৯৯০ জন মানুষ শহীদ ও মারা গিয়েছেন। যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন ৬০ জন বাকীরা বিভিন্ন ভাবে মারা গিয়েছেন। শেরপুর সদরে ৪ জন, নালিতাবাড়িতে ১৭ জন, ঝিনাইগতিতে ৫ জন, শ্রীবর্দীতে ১৫ জন এবং নকলাতে ১৯ জন শহীদ হয়েছেন। আরো ৯৩০ জন অন্যান্যভাবে মারা গিয়েছেন।[৯৪]

স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে কি হয়নি এটা একাধারে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়। গত চল্লিশ বছর যাবত এ বিষয়টি কেবল রাজনৈতিক প্রতিপাদ্য ছিল। রাজনৈতিক আবেগ বা আবেগীয় রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে এটি দেশবাসীকে একটি কেন্দ্রে আনার প্রচেষ্টা চালানো হয় স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকেই। এরপরও বিতর্ক থেকে যায়।

নঈম বলেন, ইয়াহিয়া খান নির্দেশ দিয়েছিলেন, কমপক্ষে ত্রিশ লাখ বাঙালি হত্যা করার। সেনাবাহিনীতে উর্ধ্বতন জেনারেলের আদেশ অমান্য করার সুযোগ নেই। সেই প্রেক্ষিতে তারা তাদের সাহসিকতা প্রমাণের জন্য ন'মাসে অবশ্যই ত্রিশ লাখ মানুষ বা তারও অনেক বেশি হত্যা করেছে।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশকে মাপকাঠি হিসেবে ধরে এম আর আখতার মুকুল চরমপত্রে স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন মর্মে সংখ্যাটি উল্লেখ করে থাকেন।[৯৫] সেটা সম্ভবত যুদ্ধের ময়দানে অতিরঞ্জিত প্রচারনাকে যুদ্ধের কৌশল হিসেবেই গণ্য করার কারনেই করেছেন। এটি

৯৩. ibid

৯৪. মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা ও শহীদের সংখ্যা, মিনা ফারাহ। বিস্তারিত পরিশিষ্টঃ ৪

৯৫. চরমপত্র ১৯৭১ সনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কথিত আকারে পাঠ করা হয়। এটি বই হিসেবে পরে প্রকাশিত হয়েছে।


www.nagorikpathagar.org

সরকারের কোন ভাষ্য ছিল না। সরকার তখনও কোন ভাষ্য দেয়নি বরং একই দিনে সরকারি বুলেটিনে বিদেশী প্রতিবেদকের বরাত দিয়ে ১৫ লক্ষ মানুষ মারা যাওয়ার কথা বলা হয়।[৯৬]

২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ এরশাদ মজুমদার 'দৈনিক পূর্বদেশে' ব্যানার হেডিং করেছন- 'বাংলার কত মানুষ হত্যা করা হয়েছে?' তাতে তিনি লিখেন, "এই দীর্ঘ নয় মাসের সুপরিকল্পিত হত্যাকান্ডে বাংলা মায়ের কত সন্তান প্রাণ হারিয়েছে, এর সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে কি? স্বাধীনতার দাবী আমরা কি দিয়ে তৈরী করবো? টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাংলার বুকে ইয়াহিয়া-টিক্কা নিয়াজীরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তার কোন দলিল আজ হাতে নেই। কিন্তু এ দলিল আমাদের পেতেই হবে, এ দলিল আমাদের তৈরি করতেই হবে, অন্যথায় স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরি হবে না। বাংলাদেশের ভবিষ্যত বংশধর আমাদেরকে অভিসম্পাত দেবে। সর্বত্র প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশের কত মানুষ হত্যা করা হয়েছে? কত লাখ? ১০, ২০, ৩০, ৪০ না ৫০ লাখ? কারও কাছেই এর সঠিক উত্তর নেই। উত্তর আমাদের পেতেই হবে"।[৯৭]

---

৯৬. পরিশিষ্ট: ৫

৯৭. জহুরী লিখিত ত্রিশ লাখের তেলেসমাত নামক বই থেকে সংগ্রহীত; পৃঃ ৫৫


www.nagorikpathagar.org

# ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজের[৯৮] বক্তব্য বিশ্লেষণ

## [এক]

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ তার সংশয় ও ত্রিশ লাখ শহীদের সংখ্যাতত্ত্ব[৯৯] লেখায় গাণিতিক হিসাব দিয়ে শহীদের সংখ্যা ত্রিশ লাখ নয় তার চেয়ে বেশী বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, "প্রতিদিন গড়ে ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার মানুষ তখন খুন হয়েছিল বাংলাদেশে। গণহত্যার ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ গড় হিসাব। উল্লেখ্য, অপারেশন সার্চলাইটের প্রথম রাতের প্রাণহানির সংখ্যাই ছিল কমপক্ষে ৩৫ হাজার। চুকনগর গণহত্যায় প্রাণহানি ঘটেছিল ১০ হাজারেরও বেশি। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চে প্রকাশিত New York Times এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২৭ মার্চে প্রাণহানির সংখ্যা ১০ হাজার। ১৯৭১ সালের Sydney Morning Herald-এর রিপোর্ট অনুযায়ী মার্চের ২৫ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত (৫দিনে) প্রাণহানির সংখ্যা প্রায় ১ লাখ। এতে দেখা যায় দিনপ্রতি প্রাণহানির সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। সুতরাং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে প্রাণহানির দৈনিক গড় UNHRC রিপোর্টের ঊর্ধ্বসীমার কাছাকাছি (দিন প্রতি ১২,০০০) বলেই আমরা ধরে নিতে পারি।"[১০০]

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজের বক্তব্য অনুসারে Operation Searchlight রাতেই ৩৫০০০ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। The Times মার্চ ৩০, ১৯৭১ তারিখের রিপোর্টে বলা হয় In two days and nights of shelling by the Pakistani Army perhaps 7,000 Pakistanis died in Dacca alone.[১০১] এই রাতে যে সব স্থানে Operation করা হয়- ইকবাল হল, জগন্নাথ হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, শাখারি বাজার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, রমনা কালী বাড়ি ও ইপিআর।

---

৯৮. ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর। তিনি ১৯৭১ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা তসলিমউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ সরকারের কর বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উর্ধতন কর্মকর্তা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার পিতা পাকিস্তান সরকারের আস্তাভাজন হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হন। ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ ভারত, যুক্তরাজ্য, ও অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশুনা করেন।

৯৯. http://www.banglanews24.com/fullnews/bn/454679.html

১০০. ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যাতত্ত্ব, ব্যারিস্টার তুরিন আফরো;
www.banglanews24.com/printpage/page/454679. html accessed on 28.01.16

১০১. The Times, March 30, 1971, Report of Michel Laurent সূত্রঃ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র; সম্পাদনায়ঃ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। পৃঃ পর্ব মুক্তিযুদ্ধ এর ১৬২



www.nagorikpathagar.org

## ইকবাল হল[১০২]

Simon Dring[১০৩] বলেন, Caught completely by surprise, some 200 students were killed in Iqbal Hall, headquarters of the militantly anti-government students' union, as shells slammed into the building and their rooms were sprayed with machine-gun fire."[১০৪] (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ছিল সরকার বিরোধী জঙ্গি ছাত্রদের ঘাটি। এখানে ২০০ জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়, তাদের ঘরগুলোকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয়া হয়)। এর বিপরীতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো, বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য ১৮তম ও ৩২তম পাঞ্জাব এবং ২২তম বেলুচ রেজিমেন্টের কয়েকটি ইউনিট সেখানে আক্রমণ চালায়। হলে অবস্থানরত ছাত্র চিশতী শাহ হেলালুর রহমান[১০৫]ও নৈশ প্রহরী সামছুদ্দিনকে তারা হত্যা করে। বাকী ৭ জন হয় যুদ্ধক্ষেত্রে নতুবা অন্যান্য কারণে মারা যান। অর্থাৎ মোট ৯ জন মারা গিয়েছেন।

## জগন্নাথ হল

www.newworldencyclopedia.org এর মতে জগন্নাথ হলে সেদিন ৬০০-৭০০ জন ছাত্র মারা গিয়েছে[১০৬], হলে স্থাপিত স্মারকস্তম্ভ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ১ জন শিক্ষক ৪৪ জন ছাত্র মারা যায়; লেঃ কর্ণেল তাজ বলেন, At Jagannath Hall there were thirty two dead, all men.[১০৭] (জগন্নাথ হলে ৩২ জন মারা যায়, সকলেই পুরুষ)। ২৫ মার্চ রাতে ৩২ জন মারা গেলে বাকী ১৩ জন হয় নয় মাসে যুদ্ধের কোন পর্যায়ে যুদ্ধে বা যুদ্ধের কারণে মারা গিয়েছে। নতুবা, তারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে গিয়ে ভালসুযোগ পেয়ে সেখানে থেকে গিয়েছেন। যেমন, ভারতে গিয়ে রামেন্দ্র মজুমদার মুক্তিযুদ্ধের কোন কিছুতে অংশ না নিয়ে ASP তে যোগদান করেন।[১০৮] দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি যদি দেশে ফিরে না আসাতেন তা হলে তাকেও মৃতের তালিকাভুক্ত করা হতো।

---

১০২. বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হল।

১০৩. এ Simon Dring এবং একুশে টিভির প্রাক্তন প্রধান Simon Dring এক ব্যক্তি।

১০৪. Tanks crushed revolt in Pakistan, Simon Dring, Daily Telegraph (London); March 30, 1971

১০৫. Behind the Myth of 3 million, Dr. M. Abdul Mu'min Chowdhury; ePublication

১০৬..http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Bangladesh_ar_of _Indepe ndence// accessed on 3.01.2012

১০৭. Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh war, Sarmila Bose; p. 66

১০৮. প্রথম ত্রিশ, রামেন্দ্র মজুমদার। পৃঃ ১০০


www.nagorikpathagar.org

জগন্নাথ হলের যারা মারা গিয়েছে

- ১

ী সৈন্যদের দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যা

| ন্ধার ময় | মন্তব্য |
|---|---|
| | ১ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক |
| ন | |
| | |
| | চিকিৎসক |
| ন[১১১] | |

(ঢাবি) ও History of the Unive

---

আই হোসেন; ২য় সংস্করণ; পৃঃ ৫৭

ofessor Abdul Muktadir ■ Profe harafat Ali ■ Dr Gobindra Cha ■ Professor Jyotirmoy Guhathak

the 1971 Bangladesh war, Sar ধ করেছেন। ড. এম এ রহিম তার বই His , Rahim, Published ১৯৮১ এ বলেন, া গিয়েছেন।



www.nagorikpathagar.org

## রাজারবাগ পুলিশ লাইন

Operation Searchlight এর অংশ হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে। কারণ তাদের হিসেব মতে সেখানে প্রায় ২০০০ জন পুলিশ সব সময় অবস্থান করে।[১১২]

এই পুলিশ লাইন আক্রমণ করার জন্য ৩২তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কয়েকটি ইউনিটকে নিয়োজিত করা হয়। সেখানে আক্রমণ করলে প্রথমে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়; তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৪ জন পুলিশ শহীদ হয়।[১১৩] রাত সাড়ে তিনটার মধ্যে পুলিশের ১৫০ জন সদস্যকে তারা বন্দী করে।[১১৪] পুরো যুদ্ধে পুলিশ বাহিনী তার পরিবারের মোট ১২৬২ জনকে হারায়।[১১৫]

## ইপিআর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনের মতই পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস (EPR)[১১৬] হেডকোয়ার্টার দখল করা তাদের পরিকল্পনায় ছিল। EPR এর জনবল ছিল প্রায় ১৫০০০ যার ১২০০০ জনই ছিল বাঙালি। ২২তম বেলুচ রেজিমেন্টের কয়েকটি ইউনিটকে সেখানে আক্রমণ চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখের কত জন নিহত হয়েছেন তার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি তবে ন'মাসের যুদ্ধে এ বাহিনীর মোট ৮১৭ জন শহীদ হয়েছেন।[১১৭]

---

১১২. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight; accessed on 04.01.2012. তখন পুলিশের জনবল ছিল ৩৩,৯৯৫.

১১৩. http://www.unbconnect.com/component/news/task-show/id-43576// accessed on 03.01.2012

১১৪. http://www.unbconnect.com/component/news/task-show/id-43576// accessed on 03.01.2012

১১৫. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police//date02.01.2012

১১৬. EPRঃ East Pakistan Rifles; স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ বাহিনীর নামকরণ করা হয় East Pakistan Civil Affairs Force EPCAF), বাংলাদেশ হওয়ার পর এ বাহিনীর নাম রাখা হয় Bangladesh Rifles (BDR); ২০০৯ সনের ২৫ ফেব্র"যারি তারিখের ঘটনার পর এ বাহিনীর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় Border Guard Bangladesh (BGB).

১১৭. http://bgb.gov.bd/index.php /bgb/history// accessed on 03.01.2012


www.nagorikpathagar.org

## শাখারি বাজার

জ্যোতি সেন গুপ্ত বলেন যে এখানে ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ হিন্দুকে হত্যা করা হয়,[১১৮] অ্যান্থনী মাসকারেণহাসের মতে সেখানে ৮০০০ মানুষ মারা যায়[১১৯] কিন্তু সর্মিলা বসু বিভিন্নজনের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানান যে সেখানে মোট ১৫জন মানুষ মারা যায়।[১২০] আর ডাঃ কালিদাস বৈদ্যের মতে সেখানে মারা গিয়েছে ১৩০ জন।[১২১]

## রমনা কালী বাড়ি

পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামরিক দিক থেকে কোন গুরুত্ব নেই এমন যে কয়টি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে তার মধ্যে শ্রী শ্রী বুড়া শিবধামের (রমনা কাল বাড়ি) একটি।[১২২] জ্যোতি সেন গুপ্ত বলেন যে এখানে ২৫০ জন সাধু ও ভক্তকে হত্যা করা হয়। কিন্তু এর ভক্ত মনোরঞ্জণ দাস বলেন যে সেখান ৪ জন সাধু ও কয়েকজন ভক্ত মারা যায় কিন্তু স্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতীকে পাক সেনারা মারেনি; তিনি ভারতে ছিলেন।[১২৩]

---

১১৮. Jyoti Sen Gupta. History of Freedom Movement in Bangladesh 1943-1973

১১৯ . দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ,অ্যান্থনী মাসকারেণহাস, অনূদিতঃ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (রনাত্রি), পৃঃ ১২৩

১২০. Sarmila Bose, 'Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan', Economic and Political Weekly, October 8th, 2005.

১২১. বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব; ডাঃ কালিদাস বৈদ্য পৃষ্ঠা ১৪৭

১২২. বাকীগুলো হচ্ছে শহীদ মিনার, দৈনিক ইত্তেফাক ও The Daily People কার্যালয়।

১২৩. যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ, ডাঃ এম এ হাসান; পৃঃ ৪৪-৪৫



www.nagorikpathagar.org

## সারণি-২

এক নজরে Operation Searchlight এর প্রথম দিন অর্থাৎ ২৫.০৩.১৯৭১ তারিখে পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক নিহত মানুষের হিসাব-

| স্পট বা স্থান | অতিরঞ্জিত হিসাবে মৃতের সংখ্যা (জন)) | প্রকৃত মৃতের সংখ্যা (জন) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | | মোট ৪৮ | ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের হিসাবসহ। |
| ইকবাল হল | ২০০ | ২ | ২৫.০৩.১৯৭১ থেকে ১৬.১২.১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৯ জন।[১২৪] |
| জগন্নাথ হল | ৬০০-৭০০ | ৩২ | ২৫.০৩.১৯৭১ থেকে ১৬.১২.১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪১ জন।[১২৫] |
| শাখারি বাজার | ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ | ১৩০ | ২৫.০৩.১৯৭১ তারিখে |
| রাজারবাগ পুলিশ লাইন | | ১৪ | ২৫.০৩.১৯৭১ তারিখে |
| ইপিআর | | ২০০ জন সৈনিক মারা গিয়েছে ধরে নেওয়া হলো | ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে কতজন নিহত হয়েছেন তার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। তবে ন'মাসের যুদ্ধে এ বাহিনীর মোট ৮১৭ জন শহীদ হয়েছেন। |
| রমনা কালীবাড়ি | ২৫০ | ৫-৬ | ২৫.০৩.১৯৭১ তারিখ |
| **টার্গেটকৃত স্থানগুলোর মোট** | ২৫০০০-৩৫০০০ | ৩৯৪ | |

এই বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে ঢাকায় কোন ভাবেই ৭০০ জনের উপর মানুষ মারা যায়নি।

---

১২৪. ইকবাল হলে রক্ষিত স্মৃতিফলক থেকে।

১২৫. জগন্নাথ হলে রক্ষিত স্মৃতিফলক থেকে।



www.nagorikpathagar.org

# [দুই]

১৯৭১ সালের Sydney Morning Herald এর রিপোর্ট অনুযায়ী মার্চের ২৫ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত (৫ দিনে) প্রানহানির সংখ্যা প্রায় ১ লাখ। এতে দেখা যায়, প্রতিদিন প্রাণহানির সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। সুতরাং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে প্রানহানির দৈনিক গড় UNHRC রিপোর্টের উর্ধ্বসীমার কাছাকাছি (প্রতিদিন ১২ হাজার) বলেই আমরা ধরে নিতে পারি।[১২৬]

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বলেন, "আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলেছে মোট ২৬৭ দিন (২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর)। অতএব, দিনপ্রতি ১২,০০০ নিহত সংখ্যাকে ২৬৭ দিন দিয়ে গুণ করলে মোট নিহতের সংখ্যা পাওয়া যায় ৩২ লাখ ৪ হাজার। আবার UNHRC-এর নির্দেশিত উর্ধ্বসীমা ১২,০০০ ও নিম্নসীমা ৬,০০০-এর গড় যদি হয় ৯০০০, তবে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় অন্তত পক্ষে ২৪ লাখ ৩ হাজার।"[১২৭] তিনি আরো বলেন, "প্রকৃত শহীদের সংখ্যা ত্রিশ লাখের বেশিই হবে।"[১২৮]

বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, "মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ত্রিশ লাখ বলা হয়, এটা নিয়ে বিতর্ক আছে।" ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বলেন, "প্রকৃত শহীদের সংখ্যা ত্রিশ লাখের বেশিই হবে।" তা ছাড়া দিনপ্রতি ১২ হাজার বা ৯ হাজার বা ৬ হাজার জন মারা হয়েছে, এমন যুক্তিতে শহীদের সংখ্যাকে তিনি আরো বিতর্কিত করে তোলেন। তিনি মূলত বেগম খালেদা জিয়ার সাথে একমত হয়েছে; কিন্তু তাকে অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হয়েছে। উল্লেখ করার মত বিষয় হচ্ছে যারাই 'শহীদের সংখ্যা ত্রিশ লাখ'- এই সংখ্যাকে দৃঢ় থাকতে চেয়েছে; যুক্তির নিরিখে তারা আর তা থাকতে পারেননি।

১২৬. ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যাতত্ত্ব, ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ; www.banglanews24.com/printpage/page/454679.html accessed on 28.01.2016

১২৭. ibid

১২৮. ibid



www.nagorikpathagar.org

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বলেন, "ওয়ার ক্রাইমসফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি বাংলাদেশে প্রায় ৯৪২টি বধ্যভূমি সনাক্ত করেছিল। অতি সম্প্রতি, ১৯৭১ গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের সমীক্ষা অনুযায়ী ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে মোট ৩ হাজার ৪০০টি বধ্যভূমি শনাক্ত করা হয়েছে।"[১২৯] তিনি বলেন, "ত্রিশ লাখ বাঙালিকে শুধু ৩ হাজার ৪০০ বধ্যভূমিতেই হত্যা করা হয় তবে প্রতি বধ্যভূমিতেই অন্তত ৮৮২জনকে হত্যা করা হয়েছে। এই সংখ্যা প্রাপ্ত তথ্যের চেয়ে অস্বাভাবিকভাবে কম। সুতরাং ত্রিশ লাখ শহীদের সংখ্যার সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন।"[১৩০]

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে গবেষকদের অন্যতম ডাঃ এম এ হাসান ৯৪৮টি বধ্যভূমি বা গণকবরের সন্ধান পেয়েছেন। ডাঃ হাসানের মতে 'আমাদের গবেষণা অনুসারে প্রতিটি গণকবরের বিপরীতে আরও চারটি গণকবর রয়েছে যার উপর পরবর্তীকালে স্থাপনা নির্মিত হয়েছে কিংবা যার হদিস পাওয়া যায় না। এই হিসেবে মোট গণকবরের সংখ্যা ৫০০০ বলে ধরে নেয়া যায়। যদি প্রতিটি কবরে ১০০টি করে লাশ থাকে তবে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫,০০,০০০।[১৩১]

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বলেন, চট্টগ্রাম পাহাড়তলী বধ্যভূমি স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭১ এর এপ্রিল থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে প্রায় ২০ হাজারের মতো বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে। অথচ চট্টগ্রামের অনিন্দ্য টিটো বলেন, "৭১-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে ১০ হাজারেরও অধিক বাঙালিকে পাকবাহিনী ও তাদের দোসররা হত্যা করেছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষকরা।"[১৩২]

---

১২৯. ibid

১৩০. ibid

১৩১. http://www.pamphleteerspress.com/the-case-of-david-bergman/; accessed on 15.03.2016

১৩২. http://anindyatito.blogspot.com/2012_04_01_archive.html accessed on 25.04.2016



www.nagorikpathagar.org

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বলেন, "ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের গবেষণা অনুযায়ী গল্লামারী বধ্যভূমিতে ১৫ হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে।" খুলনা জেলায় অবস্থিত গল্লামারী বধ্যভূমিটি নতুন আবিষ্কৃত। এটা নিয়ে অন্য কারো মতামত আসেনি, এটা বাঙালির না বিহারির তা গবেষণার দাবী রাখে।

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বলেন, রায়েরবাজার বধ্যভূমি ও জল্লাদখানা বধ্যভূমির মোট লাশের সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ দুষ্কর। অথচ, রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে ৩৬ টি লাশ পাওয়া গিয়েছে বলে উল্লেখ করেন সি এস পন্ডিত[১৩৩]। আর মীরপুরের জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে ৭০ টি মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে[১৩৪]। 'লাশের সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ দুষ্কর' বলে ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ জাতিকে বুঝাতে চেয়েছেন যে সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের লাশ বা খুলি পাওয়া গিয়েছে। আর এর মাধ্যমে তিনি জাতিকে ধুম্রজালে ফেলতে চাচ্ছেন।

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজের বক্তব্য অনুসারে 'অপারেশন সার্চলাইটের' প্রথম রাতে ৩৫ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। এখন প্রশ্ন আসে তাদেরকে কোন বধ্যভূমিতে ফেলা হয়েছিল? জগন্নাথ হলে ৬০০-৭০০ মানুষ মারা হয়েছে এবং সেখানেই তাদের মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে; এমনটাই উল্লেখ করেছেন অনেকে। তা হলে এই হলেও (জগন্নাথ হলে) একটি বধ্যভূমি আছে। তা কি আবিষ্কার করা হয়েছে; আর করা হলে তাতে কতটি খুলি পাওয়া গিয়েছে? অথচ যুদ্ধের পর হলের নিখোঁজ শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ৪৫ জন। জগন্নাথ হলের কেউ কেউ ভারতে গিয়ে ভাল চাকরি পেয়ে সেখানে থেকেও যেতে পারে। এখানে তাকে মৃত দেখানো হচ্ছে। যেমনটা রামেন্দ্র মজুমদারের বিষয়টি আগেই বলা হয়েছে।

অথবা, মুহম্মদ জাফর ইকবাল দেখলেন, 'রিকশাটা এগিয়ে গেল, একটু সামনেই একটা পুকুর, সেখানে এলাকার সব রাজাকারদের ধরে এনে জবাই করা হচ্ছে'- সেই বধ্যভূমিটি কোথায়? তাও কি মুক্তিযোদ্ধাদের বধ্যভূমিতে পরিণত হলো?

---

১৩৩. The Indian Express, December 20, 1971. সূত্রঃ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র; সম্পাদনায়ঃ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী।পৃঃ পর্ব মুক্তিযুদ্ধ এর ১৭৪

১৩৪. http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1119142/ মিরপুরজুড়ে-ছড়ানো-বহু- বধ্যভূমি



www.nagorikpathagar.org

অথবা, তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী মোস্তফা জব্বারের কাছে আত্মসমর্পণকৃত ১৬১ জন রাজাকারের ১০৮ জনকে হত্যা করা হয়। তাদের বধ্যভূমিটি কি মুক্তিযোদ্ধাদের বধ্যভূমি হয়ে গেছে?[১৩৫]

যুদ্ধের সময় যারাই মারা গিয়েছে তাদেরকে শুধু বধ্যভূমিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এমন তথ্য দেখে যুদ্ধের পুরো নয় মাস যারা দেখেছেন তাদের হাসি পায়। বিষয়টি কোনভাবেই এমনটি ছিল না; অধিকাংশ মানুষেরই সৎকার হয়েছে। প্রতিটি বধ্যভূমিতে ৮৮২ জনকে রাখলেই কেবল ত্রিশ লক্ষ শহীদ হয়, এমনটাই যদি বুঝাতে চাওয়া হয়, তা হলে স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে যিনি গবেষণা করছেন সেই ডাঃ হাসান কেন গড়ে ১০০ জনের লাশ আছে বলে 'চেতনা বিরোধী' কাজ করলেন?

উল্লেখ করার মত বিষয় হচ্ছে, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর যে সব জায়গায় বধ্যভূমি পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবী করা হচ্ছে সবগুলোই ছিল বিহারি অধ্যুষিত এলাকা। ১৯৭১ সনের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যে সব বিহারিকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের বধ্যভূমিগুলো কোথায়?

## বিহারি বধ্যভূমিগুলো কোথায়?

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিহারিদের উপর যে নির্যাতন করা হয়েছে বা তাদেরকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে এই আলোচনা মুহম্মদ জাফর ইকবাল তুলতে গিয়ে বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে থেকে এক ধরনের অমানুষিক নৃশংসতায় বাঙালিদের নির্যাতন, নিপীড়ন আর হত্যাকান্ডে অংশ নিয়েছিল। তাদের নৃশংসতার জবাবে মুক্তিযুদ্ধের আগে, পরে এবং চলাকালে অনেক বিহারিকে হত্যা করা হয়, যার ভেতরে অনেকেই ছিল নারী, শিশু কিংবা নিরপরাধ।"[১৩৬]

---

১৩৫. Ref :https :// bn. m. wikipedia.org /wiki:/ মোস্তফা_জাব্বার accessed on: 05.01.2018

১৩৬. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুহম্মদ জাফর ইকবাল


www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধের "আগে" কি কারণে বিহারিকে হত্যা করা হয়, কতজনকে হত্যা করা হয় পুরো বিষয়টিই গবেষণার দাবী রাখে।[১৩৭] তাদেরকে যে সব স্থানে হত্যা করা হয়, সেগুলোকে আজ বাঙালিদের বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে কি না, তাও গবেষণার বিষয়। যেমনটি ``Killing fields and mass graves were claimed to be everywhere, but none was forensically exhumed and examined in a transparent manner, not even the one in Dhaka University. Moreover, the finding of someone's remain cannot clarify, unless scientifically demonstrated, whether the person was Bengali and non-Bengali, combatant or non-combatant, whether death took palce in the 1971 war, or whether it was caused by the Pakistan Army."[১৩৮] (দাবী করা হয় যে, বধ্যভূমি ও গণকবর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, কিন্তু কোথাও আজোবধি লাশকে কবর থেকে বের করে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়নি। এমন কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়। তাছাড়া বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কারো মরদের পেলেই সে বাঙালি না অবাঙালি ছিল, যোদ্ধা না অযোদ্ধা ছিল বা উনিশ শ' একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল সেটি প্রমাণিত হয় না।)

## বিহারি হত্যার খন্ডচিত্র

**খন্ডচিত্র-১**

মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, "১৫ তারিখ রাতটি ট্রেঞ্চে এবং ঘরের ভেতরে ছোটাছুটি করে কাটিয়ে দিয়েছি। ১৬ তারিখ ভোরে আমরা সবাই অনুভব করতে শুরু করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম দ্রুত একটি সমাপ্তির দিকে পৌঁছতে শুরু করেছে। রেডিওতে ক্রমাগত বলছে,

১৩৭. কুতুব উদ্দিন আজিজের লেখা Blood and Tears থেকে ইচ্ছে করেই কোন উক্তি বা রেফারেন্স দেওয়া হয়নি।

১৩৮. William Drummond, The Missing Millions, The Guardian, London, 6 June, 1972



www.nagorikpathagar.org

'হাতিয়ার ডাল দো'। কিন্তু পাকিস্তান মিলিটারিরা হাতিয়ার 'ডাল' দেওয়ার কোনো লক্ষণ দেখালো না, ঘন্টা দুয়েক পর হঠাৎ একটি বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলাম। বিশাল কনভয় করে যে সব মিলিটারি গিয়েছে তারা ফিরে আসতে শুরু করেছে, দেখেই আমরা বুঝতে পারলাম ফিরে আসা এই সৈন্য হচ্ছে পরাজিত সৈন্য, পালিয়ে আসা সৈন্য। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম মিলিটারি ট্রাকের মাঝে সাদা পোষাকের মানুষ। এই দেশের দালাল এবং রাজাকার। মিলিটারির আশ্রয়ে তারা পালিয়ে আসছে। একটু পরেই দেখতে পেলাম বিহারি পরিবার, নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর ভয়ার্ত মুখে ছুটে যাচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা ভুল দিকে অংশ নিয়েছিল, স্বাধীনতার পূর্ব মূহুর্তে তারা এখন ভয়ে-আতঙ্কে দিশেহারা। যুদ্ধের ৯ মাস তাদের অনেকে এই দেশের মানুষের ওপর কী ভয়ঙ্কর নির্যাতন করেছে, এই মূহুর্তে সেই অন্যায়ের প্রতিফলের আশঙ্কায় তাদের মুখ রক্তহীন-ফ্যাকাশে। মা ছোট শিশুকে বুকে চেপে ছুটে যাচ্ছে, উজ্জ্বল কাপড়পরা কিশোরী বাবার পিছু পিছু ছুটে যাচ্ছে, তাদের চোখেমুখে কী ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। স্বাধীনতার পর তাদেরকে কী ভয়ানক চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল- সেই কথা মনে করে আমি এখনো এক ধরণের বেদনা অনুভব করি।

পরদিন খুব ভোরে আমি স্বাধীন বাংলাদেশে বের হয়েছি। যে মাটিতে পা দিচ্ছি সেটি একটি স্বাধীন দেশের মাটি, বাসা থেকে বের হয়ে কয়েক পা অগ্রসর হয়েছি তখন দেখলাম রিকশা করে দুজন মানুষ যাচ্ছে, গলায় গামছা দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে, রিকশায় বসে থাকা মানুষ দুজন আমার দিকে তাকিয়ে ফর্সা মানুষটিকে দেখিয়ে বললো, 'বিহারি রাজাকার'। রিকশাটা এগিয়ে গেল, একটু সামনেই একটা পুকুর, সেখানে এলাকার সব রাজাকারদের ধরে এনে জবাই করা হচ্ছে।

আমি যাত্রাবাড়ী থেকে হেঁটে হেঁটে ঢাকা শহরে এসেছি, মাঝে মাঝে ইতস্তত গুলির শব্দ। কিছু আনন্দ প্রকাশের গুলি, কিছু প্রতিহিংসার গুলি। হেঁটে যেতে যেতে পথেঘাটে মৃতদেহ ডিঙ্গিয়ে যেতে হলো, এই মৃতদেহগুলো নতুন, এগুলো দেশদ্রোহী রাজাকারের মৃতদেহ। বিহারিদের মৃতদেহ।[১৩৯]"

---

১৩৯. মুহম্মদ জাফর ইকবাল / কলামসমগ্র ২ ; অনন্যা ফেব্রুয়ারী, ২০১০ পৃ: ১৯৮-১৯৯


www.nagorikpathagar.org

**খন্ডচিত্র-২**

"... ফরিদপুরের এক সুবৃহৎ গোডাউন ভরে বন্দি শ' পাঁচেক বিহারিতে। হয় বন্দি বিহারীদের মারতে হয়। নয়ত ক্ষেপা জংগি জনতার হাতে তুলাধুনায় মুক্তি গেরিলাদের মরতে হয়। অগত্যা তাদের প্রতি মৃত্যুদন্ডের নিষ্ঠুর রায় ঘোষিত। সোবেহ্ সাদেক নাগাদ একশ'জন করে করে বন্দিকে গুলিতে হত্যা করা হয়। বিহারি অত্যাচার দমন করে ক্যাপ্টেন বাবুল ও মুক্তিরা ফিরে আসেন মাঝবাড়ি ক্যাম্পে।"[১৪০]

খন্ডচিত্র-৩

এই দৃশ্য দেখতে থাকার সময় হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়ায় দেখা গেল এক ভয়াবহ দৃশ্য। একসাথে অনেকগুলো মেয়ের লাশ নদীর ওপর ভাসছে। সকলের পরনে শালোয়ার কামিজ। বোঝার অসুবিধা নেই, সেগুলো অবাঙালি মেয়েদের লাশ। সেই মেয়েদের লাশের সাথে বাচ্চাদের লাশও দেখা গেল। নৌকো লাশগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেও লাশ কাতারবন্দী হয়ে আরও দেখা গেল। বোঝা গেল, সামনে বড় আকারে কোথাও অবাঙালী নিধন হয়েছে। আমরা খেতে বসার সময় এভাবে ভাসমান লাশগুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার প্রবৃত্তি আর থাকলো না। আমরা দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর সেই লাশের মিছিল শেষ হলো। আমরা খেতে বসলাম। খেতে তো হবেই। কোন রকমে খেলাম, মাঝিও আমাদের সঙ্গে খেলো, মনে হয় সোজা হাঁড়ি থেকেই।

লাশগুলো আসছিল টেকেরহাটের দিক থেকে। পরে আমরা শুনেছিলাম যে, ঐ এলাকার কাছাকাছি এক জায়গায় দুটি লঞ্চ দাঁড় করিয়ে তার যাত্রী বিহারী মেয়ে ও তাদের বাচ্চাদের বাঙালীরা খুন করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। ঐ মেয়েরা আসছিল যশোরের নড়াইল শহর থেকে। তখন সেখানে এসডিও ছিল কামাল সিদ্দিকী। চারিদিকে বাঙালীরা খুন খারাবী করতে থাকার সময় প্রথম চোটে পুরুষদের মেরে ফেলেছিল। মেয়েদেরকে আটক করে পরে খুন করার ব্যবস্থা করেছিল। সে সময়

---

১৪০. কর্ণেল (অব:) মোহাম্মদ সফিক উল-াহ, বীর প্রতীক , একাত্তরের রনাঙ্গণ : গেরিলাযুদ্ধ ও হেমায়েতবাহিনী ; আহমদ পাবলিশিং হাউস - মার্চ, ২০০৪ ; পৃঃ ১৯৫



www.nagorikpathagar.org

তাড়াতাড়ি কামাল সিদ্দিকী, যে আমার পরিচিত ও ছাত্র স্থানীয় ছিল, তাড়াতাড়ি দুটি লঞ্চ ভাড়া করে মেয়েদেরকে বরিশালের দিকে পাঠিয়ে সেখান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়ার, হতে পারে ভারতের দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করছিল। পথে বাঙালীরা লঞ্চ দুটি আটক করে সেই নৃশংস হত্যাকান্ড করে। সেই নৃশংসতার বিবরণ টেকেরহাটেই শুনেছিলাম। কামাল সিদ্দিকী এরপর কলকাতায় চলে গিয়েছিল। ১৯৭১ সালের পর আমার সাথে ঢাকায় দেখা হয়েছিল।"[১৪১]

**খ-চিত্র-৪**

আহমদ শরীফ বলেন, "মুক্তিবাহিনী জাহাজ ফুটো করেছে চারটি, অয়েল ট্যাঙ্কার, বার্জ প্রভৃতিও নষ্ট করেছে। মোটামুটি হিসেবে বোমা মেরেছে নানা স্থানে ৪৯৭টি, নানা সরকারী গুদাম প্রভৃতি আক্রমণ করেছে ২৮৩টি, সেতু ভেঙ্গেছে ২৩১টি, রেল লাইন নষ্ট করেছে ১২২ জায়গায়, বিদ্যুৎ লাইন বিকল করেছে ৯০টি এবং ব্যাংক ও কোষাগার লুট করেছে ৯০টি। শান্তি কমিটির সদস্য এবং রাজাকার মেরেছে তিন হাজারের বেশি এবং আড়াই থেকে তিন লক্ষ বাঙালী আর বিহারী প্রাণ হারিয়েছে। ইজ্জত হারিয়েছে কয়েক হাজার নারী।"[১৪২]

## চুকনগর গণহত্যা

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বলেন, চুকনগর গণহত্যায় প্রাণহানি ঘটেছিল ১০ হাজারেরও বেশি। এই চুকনগর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হচ্ছে, এটি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ভারতের সীমান্তবর্তী একটি বাজার। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখের পর দলে দলে মানুষ ভারতে পাড়ি জমাতে থাকলে খুলনা ও বাগেরহাটের অনেক মানুষ এ পথটিকে সীমানা অতিক্রমের পথ হিসেবে বেছে নেয়। ২০ মে ১৯৭১ তারিখে ভারতে যাবার জন্য মানুষ এখানে জমায়েত হলে পাকিস্তান বাহিনী আক্রমণ চালায়।

---

১৪১. হায়দার আকবর খান রনো, শতাব্দী পেরিয়ে ; [ তরফদার প্রকাশনী - ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ । পৃ: ২৬২-২৬৩ ]

১৪২. বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, আহমদ শরীফ ; কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ পৃ : ৫৫



www.nagorikpathagar.org

চুকনগর সম্পর্কে মুনতাসীর মামুন বলেন, "গণহত্যা বিষয়ক কোন বইতে বা স্বাধীনতার দলিলপত্রেও চুকনগর প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত। ... হানাদারদের সংখ্যা বেশী ছিল না, খুব সম্ভব এক প্লাটুন সৈন্য[১৪৩] হয়ত এসেছিল। হালকা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ট্রাক থেকে নেমেই তারা গুলি শুরু করে। এবং চুকনগর পরিণত হয় মৃত নগরীতে।"[১৪৪] চুকনগর সম্পর্কে সর্মিলা বসু বলেন, "কোনো ভাবেই নিশ্চিত করা সম্ভব নয় সেদিন চুকনগরে কত লোক নিহত হয়েছিল, কারণ চুকনগরবাসী নয় বরং তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতের পথে ধাবমান শরণার্থী। যা হোক কয়েকজন স্থানীয় রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিকরা এ ঘটনাকে ১৯৭১ সালের সর্ববৃহৎ গণহত্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তাদের দাবি ২৫-৩০ জনের একটি সেনা দল তাদের ব্যক্তিগত অস্ত্র দিয়ে সেদিন সকালে খুব কম সময়ের মধ্যে ১০,০০০ এর মত মানুষ হত্যা করে।... বিস্ময়ের ব্যাপার হলো নিহতের সংখ্যা নিয়ে নানান রকম হিসেবে পার্থক্য রয়েছে। তবে সব বর্ণনাতেই হত্যাকারীদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে বেশ কম তবে মোটামুটি একইরূপ। অনেকের মতেই ২০-২৫ জন, এমনকি কারো কারো মতে আরো কম। দেখা যায় হত্যাকারীরা তিনটি গাড়িতে করে চুকনগরে আসে। একই ধরনের সাক্ষ্য সবাই দেয় যে তারা হালকা অস্ত্রে সজ্জিত ছিলো এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত অস্ত্রই কেবল বহন করছিল। অস্ত্রের যে ধরণ এবং অতিরিক্ত রসদ যা একজন সৈন্যের বহন করার কথা তাতে ৩০ জন সৈন্যের একটি দলের কাছে ১২০০ বুলেটের বেশি থাকার কথা নয়।... আমি বেশ ক'জন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা যারা ১৯৭১ সালের মে মাসে যশোর, খুলনায় কর্মরত ছিলেন- তাদেরকে চুকনগরের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ হায়াত, যিনি ঐ সময়ে যশোরে ১০৭ ব্রিগেড এর কমান্ডে ছিলেন; তা ছাড়া ছিলেন ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স এর কর্ণেল (তদানীন্তন মেজর) সামিন জান বাবর ও ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট

---

১৪৩. দেশ ভেদে ১৫ থেকে ৩০ জন সৈন্য নিয়ে এক প্লাটুন গঠিত।

১৪৪. ভূমিকা, ১৯৭১ চুকনগরে গণহত্যা। সম্পাদনায়ঃ মুনতাসীর মামুন


www.nagorikpathagar.org

এর লেফটেন্যান্ট জেনারেল (তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট) গোলাম মুস্তফা। তাদের কেউই চুকনগর ঘটনা সম্পর্কে কিছু শোনেননি বলে জানান।"[১৪৫]

সারণি- ৩

চুকনগর হত্যাকা-

| তারিখ | অতিরঞ্জিত হিসাবে মৃতের সংখ্যা (জন) | প্রকৃত মৃতের সংখ্যা (জন) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ২০ মে ১৯৭১ | ১০০০০ | ২৫-৩০ | ঘটনা নিয়ে সন্দেহ আছে |

## ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের[১৪৬] বক্তব্য বিশ্লেষণ

### [১]

মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, "রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা যখন গণহত্যার সংখ্যাটা গ্রহণ করে নিয়েছি এবং সেই সংখ্যাটি যেহেতু একটা আনুমানিক এবং যৌক্তিক সংখ্যা এখন সেই সংখ্যাটিতে সন্দেহ প্রকাশ করা হলে যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের অসম্মান করা হয়, সেটি তারা কেন বুঝতে পারেন না?[১৪৭]

---

১৪৫. ডেড রেকনিং ১৯৭১- বাংলাদেশে যুদ্ধের স্মৃতি, শর্মিলা বসু ; অনুবাদ- সুদীপ্ত রায়; পৃঃ

১৪৬. জাফর ইকবালের জন্ম , ১৯৫২ সালের ২৩ ডিসেম্বর তারিখে সিলেটে। তিনি বর্তমানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের একজন অধ্যাপক এবং তড়িৎ কৌশল বিভাগের প্রধান।বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ তার বড় ভাই এবং রম্য ম্যাগাজিন উন্মাদের সম্পাদক ও কার্টুনিস্ট; সাহিত্যিক আহসান হাবীব তার ছোট ভাই। জাফর ইকবাল ১৯৬৮ সালে বগুড়া জিলা স্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৭০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়ার আনুকূল্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। ১৯৯৪ সনে বিএনপি সরকারের সময় তিনি দেশ ফিরে আসেন।

তার পিতা ফয়জুর রহমান আহমেদকে পিরোজপুরে SDPO থাকা অবস্থায় ১৯৭১ সালের ৫ মে পাকিস্তানী আর্মি গুলি করে হত্যা করে। তার নানা আবুল হোসেন ময়মনসিংহ এর পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগী শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন ।

১৪৭. শহীদের সংখ্যা এবং আমাদের অর্ধশত বুদ্ধিজীবী, মুহম্মদ জাফর ইকবাল; http://www.kalerkantho.com/print-edition/sub ditorial/2016/01/29/318685



www.nagorikpathagar.org

মুহম্মদ জাফর ইকবাল যেটাকে 'যৌক্তিক সংখ্যা' বলেছেন ডাঃ হাসান তাকে 'অতিরঞ্জিত সংখ্যা' এবং William Drummond তাকে exaggerated figure এবং absurd বলেছেন। Sisson and Rose এটিকে Indian set number বলেছেন। মুহম্মদ জাফর ইকবাল এটিকে নিয়ে গবেষণা করতে অনিচ্ছুক; দেশে এটা নিয়ে বিশ্বমানের কোন গবেষণা করেননি বলে আফসোস করে[১৪৮] কিসের ভিত্তিতে এটিকে 'যৌক্তিক সংখ্যা' বললেন তা কারো কাছে পরিষ্কার নয়।

## [২]

মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, "সাম্প্রতিক গণহত্যার মাঝে রুয়ান্ডাতে টুটসিদের ওপর হত্যাকান্ডটি সবচেয়ে আলোচিত। এ তো সাম্প্রতিক ঘটনা, তথ্য আদান-প্রদানেও কত রকম আধুনিক প্রযুক্তি তারপরও হত্যাকান্ডের সংখ্যাটি সুনির্দিষ্ট নয়, বলা হয়ে থাকে সেখানে পাঁচ থেকে ছয় লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সোজা কথায় বলা যায়, একটা বড় ধরনের হত্যাকান্ডে কখনোই সঠিক সংখ্যাটা বলা যায় না।"[১৪৯] ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, "কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পৃথিবীর কোনো বড় হত্যাকা- বা গণহত্যার সংখ্যাই কিন্তু সুনির্দিষ্ট নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতো এত বড় একটা বিষয় যেটাকে নিয়ে গবেষণার পর গবেষণা হয়েছে, সেখানেও মৃত্যুর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়- ৫০ থেকে ৮০ মিলিয়ন (৫ কোটি থেকে ৮ কোটি) বলা হয়।"[১৫০]

রুয়ান্ডার গণহত্যার হিসেবে deviation হচ্ছে ২০% (পাঁচ থেকে ছয় লাখ); সেখানে বাংলাদেশের গণহত্যার হিসেবে deviation হচ্ছে ৯০০% (তিন লাখ থেকে ত্রিশ লাখ)। বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক অবশ্যই জানেন যে, level of significance (+)(-)5% এর উপরে হয় তা হলে ঐ সংখ্যা গ্রহণযোগ্য হয় না; সেখানে ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল কেবল অন্ধ রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণেই বিজ্ঞানের সকল পদ্ধতিকে অস্বীকার করছেন।

---

১৪৮. ibid

১৪৯. ibid

১৫০. ibid


www.nagorikpathagar.org

# অংকের হিসাব

## [১]

৩০ লাখ সংখ্যাটি প্রমাণ করার জন্যে একটি অংক কষে মাসুদ কামাল বলেন, "তারপরও না হয় কিছুটা সময়ের জন্য গণিতের আশ্রয়ই নেওয়া যাক। আত্মসমর্পণের পর ৯০ হাজার পাকিস্তানি সেনাকে[১৫১] বন্দি হিসেবে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ৯০ হাজার সৈন্য তো এই ভূখণ্ডেই বিচরণ করেছে পুরো ৯টি মাস। মাস বাদ দিয়ে যদি দিনের হিসাব করি তাহলে বলতে হয় ২৬০ দিন তারা আমাদের এই দেশে তান্ডব চালিয়েছে। হ্যাঁ, তা-ব চালিয়েছে, শান্তির বাণী প্রচার করেনি। হেন অপকর্ম নেই তারা করেনি। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রাজাকার, আলবদর আর শান্তিবাহিনী[১৫২]। দেশীয় এই জল্লাদের সংখ্যা ছিল ৫০ থেকে ৬০ হাজার। সব মিলিয়ে দাঁড়াল দেড় লাখ। এই দেড় লাখ হায়েনার প্রত্যেকে গড়ে মাসে যদি দুজন করে মানুষকেও হত্যা করে থাকে, তাহলেও সংখ্যাটি গিয়ে ৩০ লাখে দাঁড়ায়। পাকবাহিনী, রাজাকার, আল বদরদের কর্মকান্ড যারা চর্মচক্ষে দেখেছেন, তারা জানেন ওদের হত্যা ক্ষমতা ছিল আরও অনেক বেশি।"[১৫৩]

প্রকৃত ঘটনা বা সংখ্যা জানতে হলে গবেষণার কোন বিকল্প নেই। বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে গবেষণা করে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাবেন। আর তা থেকেই বেরিয়ে আসবে প্রকৃত ঘটনা, তথ্য বা সংখ্যা। যেমন, শাঁখারি বাজার হচ্ছে ঢাকার সদরঘাটের নিকট শাঁখা প্রস্তুতকারী হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। হিন্দুদেরকে জব্দ করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ এলাকাটি আক্রমণ করা হয়। এখানে কতজন মারা গিয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। জ্যোতি সেন গুপ্ত বলেন যে এখানে ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ হিন্দুকে হত্যা করা হয়, অ্যান্থনী মাসকারেণহাসের মতে সেখানে ৮০০০ মানুষ মারা যায়। কিন্তু শর্মিলা বসু বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানান যে সেখানে মোট ১৪-১৬ জন মানুষ মারা যায়।[১৫৪]

---

১৫১. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে পর আত্মসমর্পনকারী পাকিস্তানীদের সংখ্যা সেনাবাহিনীঃ ৫৫৬৯২, নৌ ও বিমান বাহিনীঃ ১৮০০, প্যারা- মিলিটারীঃ ১৬৩৫৪, পুলিশঃ ৫২৯৬ এবং বিহারীঃ ১০৫০০, মোটঃ ৮৯,৬৪২ জন।

১৫২. প্রকৃতপক্ষে হবে- শান্ত কমিটি

১৫৩. শহীদের সংখ্যা: কেন এই বিতর্ক?, মাসুদ কামাল; ফেসবুক

১৫৪. ডেড রেকনিং ১৯৭১- বাংলাদেশে যুদ্ধের স্মৃতি, শর্মিলা বসু ; অনুবাদ- সুদীপ্ত রায়; পৃঃ ৮০



www.nagorikpathagar.org

আর, ডাঃ কালিদাস বৈদ্য বলেন, "শাঁখারি বাজারের মুখে এসেই একটা বাড়ির উপরে শেল ছাড়ে। তা ফেটে সেই বাড়ির একটা অংশ ভেঙ্গে পড়ে। সেই শেলিং এর শব্দে আমরা শিউরে উঠি। পরের দিন জানতে পারি যে, ঐ বাড়িতে ৩ জন মারা যায় ও ৫/৬ জন আহত হয়। তারপর সদর ঘাটের দিকে তারা চলে যায়। সদর ঘাটে লঞ্চ ঘাটে শত শত যাত্রীকে তারা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে গুলি করে মারে ও লঞ্চঘাটের দখল নেয়।"[১৫৫]

ডাঃ কালিদাস বৈদ্য আরো বলেন, "অন্যান্য পাড়ার মতো শাঁখারি বাজারের কোন বাড়িতে ওদিন ঢুকে কোনো তল্লাশি চালায়নি বা ঢুকে বাড়ির ভেতরে গিয়ে কাউকে ঐ রাতে গুলি করে মারেনি।... ওদিন (পরের দিন) কারফিউ এর মধ্যে শাঁখারি বাজারের বেশ কিছু বাড়িতে ঢুকে ১২৭ জন হিন্দুকে ডেকে নিয়ে এক বাড়িতে জড়ো করে। এক সঙ্গে তাদের সবাইকে গুলি করে মারে।"[১৫৬]

এখন যদি অংকের হিসেব অনুসরণ করি তা হলে, অ্যান্থনী মাসকারেণহাসের মতে শাঁখারি বাজারে ৮০০০ জন আর ডাঃ কালিদাস বৈদ্যের হিসেব অনুসারে সেখানে ১৩০ জন মানুষ মারা যাওয়ার হিসেব ধরে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রকাশিত ৩০০০০০০ (ত্রিশ লাখ) জনের স্থানে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা ৪৮৭৫০ জন [১৩০/৮০০০*৩০০০০০০= ৪৮,৭৫০ জন] হবে।

ইকবাল হলে (বর্তমান জহুরুল হক হল) প্রকাশিত ২০০ জনের স্থানে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা ৯ জন। অংকের হিসেব অনুসারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রকাশিত ৩০০০০০০ (ত্রিশ লাখ) জনের স্থানে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা ১৩৫০০০ জন [৯/২০০*৩০০০০০০= ১৩৫০০০ জন] (এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার জন)।

## [২]

এম আই হোসেনের 'বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ' বইয়ে হিসাব দেখানো হয়েছে যে, ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হলে প্রতি গ্রামে ৪৩.৮৬ জন, প্রতি ইউনিয়নে ৬৭০.৮৪ জন মারা যাওয়ার কথা।[১৫৭] একই বই থেকে পাওয়া যায় যে মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর ১৫৪৪ জন, নৌবাহিনীর ২১ জন, বিমান বাহিনীর ৪৭ জন,

---

১৫৫. বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব; ডাঃ কালিদাস বৈদ্য পৃষ্ঠা ১৪৫

১৫৬. বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব; ডাঃ কালিদাস বৈদ্য পৃষ্ঠা ১৪৫।

১৫৭. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ, এম আই হোসেন; পৃষ্ঠা ১৬৩ , দ্বিতীয় সংস্করন।


www.nagorikpathagar.org

ইপিআর (বিডিআর/বিজিবি) ৮১৭ জন, পুলিশ ১২৬২ জন, বেসামরিক ২৯৩৮ জন অর্থাৎ যারা যুদ্ধে শহীদ হন তাদের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৬৯২৯ জন।[১৫৮]

পৃথিবীর সকল জাতিগত দাঙ্গা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, যুদ্ধ ইত্যাদিতে কোন পক্ষের কতজন মারা গিয়েছে তার একটা পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। এখানে ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ। এখানে এ পর্যন্ত যত পরিসংখ্যান বলা হয়েছে তা কেবলই এক পক্ষের। আমাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করে ভারতের কতজন মারা গিয়েছে তাও আমরা বলি না।

## [৩]

স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় মারা যাওয়ার বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া হিসাব অনুসারে মোটামুটি এ রকম–

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়ে বাংলাদেশী মারা গিয়েছে (১৫৪৪+২১+৪৭+৮১৭+১২৬২+২৯৩৮=) ৬৬২৯ জন;

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় মারা গিয়েছে ১৪২১ জন (ভারতের উভয় সীমান্তের যুদ্ধে);

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশী মারা গিয়েছে ছাব্বিশ হাজার থেকে ত্রিশ লক্ষ জন (২৬০০০ থেকে ৩০,০০,০০০ জন);

৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ভারতের শরণার্থী শিবিরে বাংলাদেশী মারা গিয়েছে শরণার্থীদের বড় অংশ বা ষোল লক্ষ জন।

## বিপরীতে

৫. পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে যুদ্ধে পাকিস্তানী মারা গিয়েছে ৪৫০০ জন;

৬. পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে কতজন বাঙালি মারা গিয়েছে তার কোন হিসেব নেই। তবে একটি হিসেব মতে ২২,০০০ জন রাজাকার মারা গিয়েছে।

৭. পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধের কারণে (যুদ্ধের পরে) কতজন বাঙালি মারা গিয়েছে তার কোন হিসেব নেই;

---

১৫৮. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ, এম আই হোসেন; পৃষ্ঠা ১৬৫ , দ্বিতীয় সংস্করন


www.nagorikpathagar.org

৮. পাকিস্তানের অখন্ডতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে অথবা নীরব অবস্থানে থেকে যুদ্ধের কারণে (যুদ্ধের আগে ও পরে) কতজন বিহারি মারা গিয়েছে তারও কোন হিসেব নেই। তবে, Rudolph J. Rummel বলেন, incited a countergenocide of 150,000 non-Bengali and lost east pakistan.[১৫৯]

ঐতিহাসিক ঘটনাকে যদি 'রাজনৈতিক অংকের হিসেব' (বা political exaggeration) দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে কখনই প্রকৃত সংখ্যা বের করা সম্ভব হবে না। The Guardian যেমনটি উপলব্ধি করে Time passes, a cooler understanding of events prevails, and the propaganda and exaggeration taken for fact in the heat of conflict can be discarded. History cannot be changed but it can be re-assessed.[১৬০]

## সামগ্রিক বিশ্লেষণ

❖ এক

১. জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক কর্মকর্তাদেরকে বলেন "Kill three million of them and the rest will eat out of our hands." এটিকে ভারত পুঁজি করেছে। যেমনটি Sisson and Rose বলেছেন, India set the number of victims of Pakistani atrocities at three million, and this is still the figure usually cited.

২. দৈনিক পূর্বদেশ ২২.১২.১৯৭১ তারিখে সম্পাদকীয়তে এহতেশামুল হায়দার চৌধুরী লেখেন, "হানাদার দুশমন বাহিনী বাংলাদেশের প্রায় ৩০ লাখ নিরীহ লোক ও দু'শতাধিক বুদ্ধিজীবিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে"। প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'র ঢাকাস্থ সংবাদদাতা ৩০ লাখ সংখ্যাটি দ্রুত প্রাভদায় প্রেরণ করেন। ১৯৭২ সনের

---

১৫৯. Death by Government, Rudolph J. Rummel; p-316

১৬০. Editorial, The Guardian
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/08/the-guardian- view-on-the-bangladesh-history-debate-distorted-by-politics accessed on 09.04.16


www.nagorikpathagar.org

৩ জানুয়ারি এক প্রতিবেদনে 'প্রাভদা' উল্লেখ করে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে। ENA র বরাত দিয়ে দেশের অন্যান্য পত্রিকা একই সংবাদ প্রচার করে।

৩. সংবাদ সংগ্রহ, প্রাপ্তি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকগুলো উৎস আছে; গোয়েন্দা সংস্থা ও দূতাবাসগুলো এর অন্যতম। The Daily Star সম্পাদক মাহফুজ আনাম গোয়েন্দা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত একটি সংবাদ প্রাপ্তি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে অনৈতিকতার কথা স্বীকার করলে[১৬১] প্যান্ডরার বক্স খুলে যায়। ভারতের নির্ধারণকৃত সংখ্যাকে দৈনিক পূর্বদেশ সম্পাদক এহতেশামুল হায়দার চৌধুরী ছাপাতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর সেই সংখ্যাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া ও গ্রহণযোগ্য করার জনে "প্রাভদা" ও ENA র সহায়তা নেওয়া হয়।

৪. ১৯৭২ সনের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন আসেন। লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ আপা ভাই প্যান্থ তাকে হিথ্রো বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান এবং তিনিই শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ল্যারিজ Claridge হোটেলে আনেন। সেখানে তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে (David Frost) বলেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিন মিলিয়ন অর্থাৎ ত্রিশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে।

৫. সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে (David Frost) সাক্ষাৎকার বিষয়ে বিবিসি সাংবাদিক সিরাজুর রহমান বলেন, "কত লোক মারা গেছে মুক্তিযুদ্ধে? আমি তাঁকে (শেখ মুজিবুর রহমানকে) বলেছিলাম, হতাহতের কোনো হিসেব কেউ রাখেনি, রাখা সম্ভবও ছিল না। তবে বিশ্ব মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর এবং বিভিন্ন জনের বাচনিক বিবরণ থেকে মনে হয় লাখ তিনেক লোক মারা গেছে, আমরা মিডিয়াকে সর্বশেষ সে হিসেবই দিয়েছি। অন্য কোনো মহল থেকে তিনি ভিন্ন হিসেব পেয়েছিলেন নাকি মানসিক ক্লান্তি, আবেগের আতিশয্য ইত্যাদি কারণে 'লাখে' আর 'মিলিয়নে' তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন? কারণ যাই হোক পরে ডেভিড ফ্রস্টের সঙ্গে সাক্ষাতকারে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধে তিন মিলিয়ন (৩০ লাখ) বাংলাদেশী মারা গেছে।"

---

১৬১. ০৩.২.২০১৬ তারিখের ATN News Talkshow.


www.nagorikpathagar.org

**এখানে দুইটি ডাইমেন্সনের উল্লেখ রয়েছে--**

- স্বাধীনতার যুদ্ধে তিন মিলিয়ন (৩০ লাখ) মানুষ মারা গিয়েছে এই সংখ্যাটি ভারতীয়রা নির্ধারণ (সেট) করে। সেই নির্ধারিত সংখ্যাটি লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ আপা ভাই প্যান্থ তাকে (শেখ মুজিবুর রহমানকে) হিথ্রো বিমান বন্দরে বা বিমান বন্দর থেকে ক্ল্যারিজ Claridge হোটেলে আনার পথে যে কোন সময় বলেন।
- মানসিক ক্লান্তি, আবেগের আতিশয্য ইত্যাদি কারণে 'লাখে' আর 'মিলিয়নে' তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন? অথবা মুহাম্মদ নূরুল কাদির যেমনটি বলেন, "পঁচিশ বছর আগে 'মিলিয়ন' এবং 'বিলিয়ন' শব্দ দুটি বিদেশে বহুল প্রচলিত থাকলেও আমাদের দেশে ঐ ইংরেজি শব্দ দুটির ব্যবহার তখন খুবই সীমিত ছিল বিধায় একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার ধারণা ছিল যে, 'এক মিলিয়ন' এর অর্থ হচ্ছে 'এক লাখ'। আসলে 'এক মিলিয়ন'-এর অর্থ যে 'দশ লাখ' তা তখন জানতাম না। একাত্তরে আমি যখন বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্সে 'থ্রী মিলিয়ন' শহীদ হওয়ার কথা বলেছিলাম তখন আসলে 'তিন লাখ' শহীদ হওয়ার কথাই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার অজান্তেই ৩০ লাখ শহীদ হওয়ার কথা বলেছিলাম। যার ফলে শ্রোতারা আমার বক্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিলেন। মিলিয়ন শব্দের সঠিক অর্থ না জেনে ভুল বলায় আসলে আমাদের উপকারই হয়েছিল।"[১৬২]

৬. ২০১১ সালের ২৪ মে The Guardian এর সাংবাদিক Ian Jack সিরাজুর রহমানের একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে লিখা আছে, To my surprise and horror he told David Frost later that "three millions of my people" were killed by the Pakistanis. Whether he mistranslated"lakh" as "million" or his confused state of mind was responsible I don't know, but many Bangladeshis still believe a figure of three million is unrealistic and incredible.[১৬৩]

---

১৬২. দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, মুহাম্মদ নূরুল কাদির এডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট। সাবেক ভ্রাম্যমাণ কূটনৈতিক প্রতিনিধি। মুজিবনগর সরকার; মার্চ,১৯৯৭ ।মুক্ত প্রকাশনী; পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬

১৬৩. http://www.theguardian.com/.../mujib-confusion-on-bangladeshi...



www.nagorikpathagar.org

৭. প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭২ সনের ৩ জানুয়ারিতে টিভি ভাষণে বলেন[১৬৪] "দশ লক্ষাধিক মানুষের আত্মহুতির মাঝ দিয়ে আমরা হানাদার পশুশক্তির হাত থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঢাকার বুকে সোনালী রক্তিমবলয় খচিত পতাকা উত্তোলন করেছি।"

৮. ড. সাঈদ-উর রহমান বলেন, "আমরা গ্রহণ করেছি শেখ মুজিবের তথ্যটি, নাকচ করে দিয়েছি তাজউদ্দিন সাহেবের তথ্যটি। অথচ বিপরীতটি হওয়াই উচিত ছিল। তাজউদ্দিন সাহেব নয় মাস যুদ্ধে ছিলেন, সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন সরকারের, যোদ্ধাদের, শরনার্থীদের, অভিভাবক ছিলেন বাংলাদেশের ভিতর আটকে পড়া সব মানুষের। মোটামুটি সব তথ্য তার কাছে পৌঁছাত। অপরদিকে, শেখ সাহেব বন্দী ছিলেন পাকিস্তানে - দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে।"[১৬৫]

## ❖ দুই

১. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষক আফসান চৌধুরী বলেন, "আমার মতে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কতজন শহীদ হয়েছেন, মারা গেছেন, নির্যাতিত হয়েছেন তার সুনির্দিষ্ট গবেষণাভিত্তিক তথ্য আমাদের কাছে নেই। যেহেতু এ ধরনের কোনো জরিপ বা গবেষণা করা হয়নি, সে কারণে এই সম্পর্কিত যে কোনো সংখ্যাভিত্তিক তথ্য সঠিক বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এটা আইনের বিষয় নয়, গবেষণার বিষয়।"

২. ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা বলতে গেলে কিছু হয়নি, বরং শর্মিলা বসুর মতো জ্ঞানপাপীদের দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে গবেষণা করানো হচ্ছে।

৩. প্রশ্ন হচ্ছে "মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যাতত্ত্ব" হাইপোথিসিস (hypothesis) নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে কি কি অর্জিত হবে বলে গবেষকগণ মনে করেন--

- প্রথমত, স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছেন, না এই সংখ্যা বেশী বা কম এটা জানা যাবে। **দ্বিতীয়ত,** কতজন হিন্দু আর কতজন

---

১৬৪. দৈনিক বাংলা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭২

১৬৫. ড. সাঈদ-উর রহমান / কালে কালান্তরে আফসার ব্রাদার্স - জুলাই, ২০০৪. পৃ: ২০২


www.nagorikpathagar.org

মুসলমান মারা গিয়েছেন তা জানা যাবে। **তৃতীয়ত,** কোন শ্রেণী ও কোন পেশার কতজন মানুষ মারা গেছেন তা জানা যাবে। **চতুর্থত,** আমরা আগ্রহী না হলেও বিরোধী পক্ষের কতজন মারা গেছেন তা জানা যাবে।

- মূল কথা হচ্ছে একটি সংখ্যা নিয়ে আমরা দেশে বিদেশে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ইতিহাসের দায়বদ্ধতা থেকে জাতি মুক্ত হবে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দূর হবে।

৪. ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ যেভাবে "আজ যারা ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তারা আসলে নিজেরাই বিভ্রান্ত। খোঁজ নিয়ে দেখলেই জানা যাবে, যারা ত্রিশ লক্ষ শহীদের সংখ্যা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন বা এর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা দাবি করেন, তাদের সবারই পাকিস্তানি সম্পৃক্ততা রয়েছে– হয় পারিবারিকভাবে, নয় রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে"-- তিনি গবেষণার পথ বন্ধ করার পক্ষেই মত দেন। তার এই মতের সাথে অনেকেই বুঝে আবার অনেকে 'আমাদের নৃত্বাত্ত্বিক বিশিষ্টের কারণে' না বুঝেই গবেষণাকে 'ষড়যন্ত্র ত্বত্ত' হিসেবে দেখছেন।

৫. ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবালও একজন গবেষক ও বিজ্ঞানী হয়ে গবেষণাকে 'ষড়যন্ত্র ত্বত্ত' হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, "কিছুদিন আগে আমাদের দেশের ৫০জন বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আমাকে একই সঙ্গে বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও আহত করেছিলেন। তার কারণ, যখন এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন প্রকৃত সংখ্যাটির জন্য তাদের গবেষক সুলভ অনাগ্রহ (মূলত হবে আগ্রহ) প্রকাশ পায় না, পাকিস্তানি মিলিটারির নৃশংসতাকে খাটো করে দেখানোর ইচ্ছাটুকু প্রকাশ পায়।"

৬. ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল গবেষণা ও 'আইকনিক ফিগার' বিষয়টিকে যেভাবে বলেন, "কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পৃথিবীর কোনো বড় হত্যাকান্ড বা গণহত্যার সংখ্যাই কিন্তু সুনির্দিষ্ট নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতো এত বড় একটা বিষয় যেটাকে নিয়ে গবেষণার পর গবেষণা হয়েছে, সেখানেও মৃত্যুর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়- ৫০ থেকে ৮০ মিলিয়ন (৫ কোটি থেকে ৮ কোটি) বলা হয়।"[১৬৬]

---

১৬৬. শহীদের সংখ্যা এবং আমাদের অর্ধশত বুদ্ধিজীবী, মুহম্মদ জাফর ইকবাল; ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬


www.nagorikpathagar.org

৭. ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৬৫ সালব্যাপী আমেরিকায় গৃহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ গৃহ যুদ্ধ শেষে সে দেশে দাস প্রথার অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ যুদ্ধে ৬২০০০০ (ছয় লক্ষ বিশ হাজার) মানুষ মারা গিয়েছে ধারণা করা হয়। কেউ কেউ সেই সংখ্যাটিকে 'আইকনিক ফিগার' উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের ১৪৬ বছর পর ২০১১ সনে Binghamton University এর ইতিহাসের সহযোগী অধ্যাপক J. David Hacker গবেষণা করে মত দেন যে তখন ৭৫০০০০ (সাড়ে সাত লক্ষ) মানুষ মারা যায়[১৬৭]। অর্থাৎ 'আইকনিক ফিগার' বলে কিছু নেই অথবা এটা একটি ক্ষণস্থায়ী ফিগার। ১৪৬ বছর পর যদি আমেরিকার গৃহযুদ্ধে কতজন মানুষ মারা গিয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করা যায় তা হলে আমরা কেন ৪৬ বছর পর তথাকথিত 'আইকনিক ফিগার' এর নামে গবেষণা কর্ম বন্ধ করে দেব?

৮. ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন "জরিপ করে মানুষের পছন্দ অপছন্দের কথা জানা যায়, কিন্তু একটি তথ্য বের করে ফেলা যায় সেটি আমি জন্মেও শুনিনি[১৬৮]।" তিনি আরো বলেন "রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা যখন গণহত্যার সংখ্যাটি গ্রহণ করে নিয়েছি এবং সেই সংখ্যাটি যেহেতু একটা আনুমানিক ও যৌক্তিক সংখ্যা, তখন সেই সংখ্যাটিতে সন্দেহ প্রকাশ করা হলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের অসম্মান করা হয়, সেটি তারা কেন বুঝতে পারেন না?"[১৬৯] জরিপ নিয়ে তিনি যা বলেছেন এ নিয়ে কোন মন্তব্য করা আমার সাজে না। কারণ যিনি নিজেকে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ভাবেন আর বিজ্ঞানের উপরই যার ডিগ্রী তিনি যখন এ কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে এ জাতির মাথা পচে গেছে অথবা বিজ্ঞানে ভূত ঢুকেছে। 'অনুমানই তথ্য' এই তত্ত্ব (Theory) একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক দিয়েছেন (!) যদি বিশ্বের বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন তাহলে কমপক্ষে ৫০% বিজ্ঞানী আত্মহত্যা করবে।

ডঃ জাফর ইকবাল ভাল করেই জানেন যে, অনুমানকে (hypothesis) যৌক্তিক (Proved) করার জন্যেই জরিপ (survey) করা হয়। অনুমানকে (hypothesis) যখন পরিসংখ্যানের বিভিন্ন টেস্টের[১৭০] মাধ্যমে যৌক্তিক (Proved) করা হলেই তা হয় তথ্য (Information)।

---

১৬৭. পরিশিষ্টঃ ৬

১৬৮. শহীদের সংখ্যা এবং আমাদের অর্ধশত বুদ্ধিজীবী, মুহম্মদ জাফর ইকবাল; ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬

১৬৯. শহীদের সংখ্যা এবং আমাদের অর্ধশত বুদ্ধিজীবী, মুহম্মদ জাফর ইকবাল; ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬

১৭০. কাই স্কয়ার টেস্ট (Chai Squre Test), টি-টেস্ট (t-test) আর এফ-টেস্ট (F-Test)|



www.nagorikpathagar.org

# আমাদের দুঃখবোধ

## [১]

পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ করার পেছনে ভারতের অবদান আছে।[১৭১] আর এই স্বীকৃতি দিতে গিয়ে দেশের কিছু মানুষ এতটাই নতজানু হয়ে পড়েছেন যে, ভারত আমাদের নিকট যা চাইছে তার চেয়ে বেশী দিয়ে তুষ্ট হচ্ছি। আমরা এমনও বলছি যে 'ভারতের চাওয়াটাই আমাদের পাওয়া'। এরা মানুষের কাছে চিহ্নিত হয়েছে "ভারতপন্থী" (মহাযানী) হিসেবে।

যারা ভারতের 'দাদাগিরি'কে পছন্দ করেন না;'ভারত ছাড়া আমাদের কোন বন্ধু নেই' তত্ত্বে (Theory) বিশ্বাসী হতে পারছেন না অথবা পানি, সীমান্তসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান চান তাদেরকে এই "ভারতপন্থী" মানুষেরা চিহ্নিত করেন "পাকিস্তানপন্থী"[১৭২] (হীনযানী) হিসেবে।

এই ভাবে বাংলাদেশের মানুষ ভাগ হয়ে যায় "ভারতপন্থী" অথবা তথাকথিত "পাকিস্তানপন্থী" হিসেবে। প্রথম দুঃখবোধ হচ্ছে 'আমাদের মানুষগুলোর কেউ আর "বাংলাদেশপন্থী" থাকলো না'।

## [২]

স্বাধীনতার যুদ্ধ হলো বাংলাদেশের মাটিতে। বাংলাদেশের মানুষেরা যুদ্ধ করলো। যুদ্ধ দেখলো এই মাটির মানুষেরাই। তিন লাখ মানুষ মরলো না ত্রিশ লাখ মানুষ মারা গিয়েছে তা এই মানুষেরাই দেখেছেন। আমরা আমাদেরকে বিশ্বাস করি না; করি বিদেশীকে (সাদা চামড়াওয়ালাদের) বা বিদেশ থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংখ্যাকে। আমরা আমাদের শহীদদের সংখ্যার হিসেব দিচ্ছি বিদেশীদের রিপোর্ট বা বই থেকে।

---

১৭১. ভারত স্বাধীন করতে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষের অবদান সবচেয়ে বেশী। এক রংপুরেই প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে বৃটিশরা হত্যা করেছে কেবল ভারতের স্বাধীনতা চাওয়ার অপরাধে। এই জন্যে রংপুরে নাম ছিল 'যমপুর'। আর আমরা এই ইতিহাস না জানার কারণে আমরাই ভারতের কাছে নতি স্বীকার করে আছি, অথচ উচিত ছিল ভারত বাংলাদেশের কাছে তার স্বাধীনতা লাভের জন্যে বারবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে।

১৭২. প্রকৃত সত্য হচ্ছে পাকিস্তানপন্থী বলে দেশে কেউ নেই; রয়েছে ভারতপন্থী আর ভারত বিরোধীপন্থী।



www.nagorikpathagar.org

আমরা যেখানে নিজেদেরকে নিজেরা বিশ্বাস করি না, সেখানে বিদেশীরা কিভাবে আমাদেরকে বিশ্বাস করবে? রাজনৈতিক পদলেহী ইতিহাসবিদদের লেখা ইতিহাস কষ্টি পাথরে যাচাই করতে গিয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আর যাদেরকে আমরা (তথাকথিত) বিদগ্ধ-জ্ঞানী হিসেবে সম্মান করি তারা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ভাগাড়ে। দ্বিতীয় দুঃখবোধ হচ্ছে রাজনৈতিক পদলেহীদের লেখা "আস্তাহীন ইতিহাসের ঝুড়ি" নিয়ে দারে দারে ঘুরা।

## [৩]

স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জীবন দিলো অথচ তার নাম ইতিহাসের কোথাও লিপিবদ্ধ হলো না, এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে? শহীদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান তাদের প্রিয়জনের নামটি 'ইতিহাসের অংশ' করার জন্যে কত আকুতি জানিয়েও ব্যর্থ। অথচ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য করে যারা সুবিধা ভোগ করেছে, যাদের মৃত্যু নিয়ে রহস্য আছে, মারা না গেলে যারা সারাজীবন 'রাজাকার' হয়ে থাকতো, তাদের জন্যে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয়, তাদের নাম প্রতি বছর উচ্চস্বরে প্রচারিত হয়; ৬৯২৯ জন শহীদের আক্ষেপ কে দেখে? আমরা এমন একটা জাতি, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদদের নাম লিপিবদ্ধ করতে চাই না; সংসদে দাঁড়িয়ে বলি 'সরকারের কোন ইচ্ছা নেই'।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে যারা জীবন দিলো তাও ইতিহাসের কোথাও লিপিবদ্ধ হলো না, পরে প্রজন্ম জানতেই পারবে না কে কে এই সময় জীবন দিয়েছে, এটাও হবে এক ঐতিহাসিক দুঃখ; পরের প্রজন্ম এই জন্যে আমাদেরকে ক্ষমা করবে না।


www.nagorikpathagar.org

মিনা ফারাহ বলেন, "মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সজ্ঞানে যে যার মত ফুটবল খেলছে।"[১৭৩] ইতিহাসকে নিয়ে ফুটবল খেলার কারণে আমাদের দেশ, দেশের শিক্ষাবিদ,[১৭৪] রাজনীতিবিদগণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মর্যাদা হারাচ্ছেন। আমাদের ইতিহাস ও ইতিহাসবিদদের গ্রহণযোগ্যতা নিম্নগামী।

যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি তারা ফুটবল খেলার খেলোয়ারদের বিরক্তিকর খেলা দেখে দ্বিধাগ্রস্ত। যেই নতুন প্রজন্ম দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করবে তারা কোন ইতিহাসকে ধারন করবে তা তারা জানে না।

২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ "দৈনিক পূর্বদেশ" এ এরশাদ মজুমদারের লেখাকে আবারও উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, "টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বাংলার বুকে ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তার কোন দলিল আজ হাতে নেই। কিন্তু এ দলিল আমাদের পেতেই হবে, এ দলিল আমাদের তৈরি করতেই হবে, অন্যথায় স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তৈরি হবে না। বাংলাদেশের ভবিষ্যত বংশধর আমাদেরকে অভিসম্পাত দেবে। সর্বত্র প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশের কত মানুষ হত্যা করা হয়েছে? কত লাখ? ১০, ২০, ৩০, ৪০ না ৫০ লাখ? কারও কাছেই এর সঠিক উত্তর নেই। উত্তর আমাদের পেতেই হবে।"

জাতি হিসেবে আমাদের সবচে' লজ্জার বিষয় হচ্ছে, আমরা স্বাধীনতার এতোটি বছর পরেও যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিলেন, তাঁদের তালিকাটি প্রস্তুতের গরজ গত চার দশকেরও বেশী সময়ে কেউ অনুভব করিনি, বরং অবজ্ঞা করেছি।

যুদ্ধে ও যুদ্ধের কারণে মুক্তিযুদ্ধকালে পক্ষ ও বিপক্ষে কতজন মানুষ মারা গিয়েছে তার প্রকৃত হিসেব আমরা বের করতে চাই কিনা এটা হচ্ছে মৌলিক প্রশ্ন। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী[১৭৫] ২৬. ০৯. ২০১০ তারিখে সংসদে বলেন, "স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে তা গণনার কোন পরিকল্পনা এ সরকারের নেই।"[১৭৬] এটি একটি 'রাজনীতির নোংরা খেলা'র[১৭৭] সিদ্ধান্ত হতে পারে, কিন্তু জাতির সামনে এটি একটি মৌলিক নির্ণয়ক।

---

১৭৩. মুক্তিযুদ্ধ এবং শহীদের সংখ্যা, মিনা ফারাহ।

১৭৪. ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল-হ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ডঃ মোহাম্মদ মোহর আলী, তালুকদার মনিরুজ্জামান, ডঃ আব্দুল হাই, ডঃ আগা মেহদী হাসান প্রমুখের মত বিশ্বমানের শিক্ষাবিদ এখন তৈরি হচ্ছে না।

১৭৫. তদানীন্তন প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম।

১৭৬. আমাদের সময়; তারিখঃ ২৭.০৯.২০১০



www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধে ও যুদ্ধের কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পক্ষে ও বিপক্ষে কতজন মানুষ মারা গিয়েছে তার প্রকৃত সংখ্যা যদি আমরা বের করতে না চাই তা হলে এর কারণ হতে পারে- (১) শেখ মুজিবুর রহমান যেহেতু সংখ্যাটি বলেছেন, তাকে সম্মান করার জন্যে অন্য কোন সংখ্যা বিবেচনা না করা। (২) সংখ্যা নিয়ে নড়াচড়া করতে গেলে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে আসে কি না সে ভয়। (৩) ভারতের চাপিয়ে দেওয়া সংখ্যাকে অস্বীকার করলে ভারত আবার না-খোশ হয় কি না। (৪) এটি মিমাংসা হয়ে গেলে রাজনীতির আর কোন হাতিয়ার থাকে না; অতএব, এটাকে জিইয়ে রাখা।

প্রকৃত সংখ্যা যদি আমরা বের করতে চাই তা হলে এর কারণ হতে পারে- (১) ইতিহাসে দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়া।(২) যারা শহীদ হয়েছেন বা মারা গিয়েছেন তাঁদের মর্যাদা দেওয়া। (৩) একটি জাতীয় বিতর্ককে রাজনীতির উর্ধে উঠে মিমাংসা করা।

একটি জনগোষ্ঠী আবেগ নিয়ে দশ-বিশ-চল্লিশ বছর চলতে পারে কিন্তু বাস্তবতাকে মোকাবেলা করতে না শিখলে সেই জনগোষ্ঠীকে হারিয়ে যেতে হয় অতল গহবরে। ইতিহাসের ঐ অধ্যায়কে যদি আমরা অন্ধকারে রেখে দেই ইতিহাসও আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে দেবে।

ফেসবুকে আজিজুল পারভেজ যেমন বলেন, "দেশের মহান স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিলেন তাদের নাম কি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে না? আমার ধারণা, এই সংখ্যাতত্ত্বের বিতর্কে পড়ে মহান শহীদানের নাম ইতিহাস থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে।[১৭৮]

সাংবাদিক জহুরী বলেন, "এখনও সময় আছে এবং গণনা করা সম্ভব মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের কত সৈনিক, কত শিক্ষক, কত ছাত্র, কত পুলিশ-আনসার, কত ব্যবসায়ী, কত কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বার থেকে থানার দারোগা, টিএনও এবং সর্ব্বোচ্চ স্তরে জেলার ডিসি পর্যন্ত আমাদের যে নেটওয়ার্ক আছে, সেই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মোটামুটি শুদ্ধ একটা হিসাব দাঁড় করানো যায়।"[১৭৯]

ফেসবুকে Kousar যেমন বলেন, "কারও কাছে কি কোনো রেকর্ড আছে যে, একাত্তরে কতজন খুন হয়েছেন? তা না থাকলে সবচেয়ে ভালো সমাধান হল,

---

১৭৭. মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যাটি নিয়ে রাজনীতি ছাড়া কিছুই হচ্ছে না।

১৭৮. http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22787accessed on28.01.16

১৭৯. তিরিশ লাখের তেলেসমাত, জহুরী, পৃঃ একটু ভেবে দেখুন


www.nagorikpathagar.org

একাত্তরের পুরো সময়কালে কতজন মারা গেছেন তার জরিপ করা। সরকারের জন্য এটা কঠিন কিছু নয়।"[১৮০]

আন্তর্জাতিক পর্যায় তেমনটিই আশা করে। যেমনটি The Guardian লেখে Bangladesh needs to conduct its politics in a far less polarised way, and in the process to take an honest look at its history rather than to try to squeeze it into a political framework of whatever kind.[১৮১]

## পরিশিষ্ট - ১

Bangladeshi refugees in India as on 1 December 1971

Figure 3.1

| State | Number of camps | Refugees in camps | Refugees with host families | Total number of refugees |
|---|---|---|---|---|
| West Bengal | 492 | 4,849,786 | 2,386,130 | 7,235,916 |
| Tripura | 276 | 834,098 | 547,551 | 1,381,649 |
| Meghalaya | 17 | 591,520 | 76,466 | 667,986 |
| Assam | 28 | 255,642 | 91,913 | 347,555 |
| Bihar | 8 | 36,732 | - | 36,732 |
| Madhya Pradesh | 3 | 219,298 | - | 219,298 |
| Uttar Pradesh | 1 | 10,169 | - | 10,169 |
| **Total** | **825** | **6,797,245** | **3,102,060** | **9,899,305** |

Source: 'Report of the Secretary-General Concerning the Implementation of General Assembly Resolution 2790(XXVI) and Security Council Resolution 307(1971)', UN Doc. A/8662/Add.3, 11 Aug. 1972.

---

১৮০. http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22787accessed on 28.01.16

১৮১. http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/08/the-guardian-iew-on-the-bangladesh-history-debate-distorted-by-politics accessed on 09.04.2016.


www.nagorikpathagar.org

# পরিশিষ্ট - ২

## The Guardian view on the Bangladesh history debate: distorted by politics

Mature countries should be ready to interrogate their own history, and accept there are diverse interpretations of how they came to be. This is particularly the case where one nation has broken away from another. Time passes, a cooler understanding of events prevails, and the propaganda and exaggeration taken for fact in the heat of conflict can be discarded. History cannot be changed but it can be re-assessed.

That is why it is dispiriting that Bangladesh, which won its independence from Pakistan 45 years ago, is considering a draft law called the liberation war denial crimes bill. Were this to be passed, it would be an offence to offer "inaccurate" versions of what happened in the war. It seems the intention would be, in particular, to prevent any questioning of the official toll of 3 million killed by the Pakistani army and its local allies during the conflict. Many think that figure is much too high. Although there is agreement that the Pakistani army liquidated key groups and committed numerous war crimes, much work remains to be done. So it would seem muddle headed, to say the least, to bring in a law that might prevent such work.

But the truth is that the real argument is not academic but political. Two broad tendencies emerged out of the 1971 war. One saw it as a completely justified rebellion against oppression, the other as a tragic and regrettable separation. One emphasised ethnic, Bengali identity, one Islamic identity. This faultline goes back a long way in East Bengal history, and has usually been manageable when politicians leave it alone, but this is precisely what they have not done.


www.nagorikpathagar.org

On the one hand, the ruling Awami League, the party that led the drive for independence, wants to assume total ownership of the war, in this way denying legitimacy to other political forces and in particular to the opposition Bangladesh Nationalist and Jamaat-e-Islami parties, painting them as pro-Pakistan. (That was certainly true of the Jamaat-e-Islami.) On the other hand, those parties cheered when Islam was declared the state religion, a decision that a court has just upheld.

In recent years, war crimes trials have deepened the divide between the two. Meanwhile, extremists have murdered secular bloggers and members of the Hindu and Christian minorities, although such violence is still on a small scale compared with Pakistan. Nevertheless, it is unfortunate that neither of the main parties has been vigorous in its opposition to such acts. In this situation, Bangladesh needs to conduct its politics in a far less polarised way, and in the process to take an honest look at its history rather than to try to squeeze it into a political framework of whatever kind.

---

http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/08/the-guardian-view-on-the-bangladesh-history-debate-distorted-by-politics
accessed on 09.04.2016


www.nagorikpathagar.org

ПРАВДА

# Международная информация

## ГНЕВ И ВОЗМУЩЕНИЕ ПРЕСТУПНОЙ АГРЕССИЕЙ

## Скрыть не удалось

## КОНЕЦ ОДНОГО ФАРСА

## Гости Чили

## Вашингтон—Пекин: параллельность интересов

## ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

## НЕУВЕРЕННОЕ ЛЕТО

## ИЗ ПОТОКА СООБЩЕНИЙ

## ОБЕЗДОЛЕННЫЕ

## ИСКУССТВО... НА ВЫНОС



www.nagorikpathagar.org

# পরিশিষ্ট - ৪

## মুক্তিযুদ্ধ এবং শহীদের সংখ্যা

## মিনা ফারাহ

## শেরপুর জেলায় শহীদের সংখ্যা

ওরা বলবে না তাই মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মতো পরোক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা নিজেরাই বলব। আমাদের সাফ অভিযোগ, '৭১-এর পরে জন্ম নিয়েও অনেকে মুক্তিযোদ্ধা। এখন পর্যন্ত নতুন নতুন মুক্তিযোদ্ধার নাম তালিকায় যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের নামে কতই না অপকর্ম! দুই নেত্রীর মধ্যে খালেদা জিয়া মুক্তিযুদ্ধে কোথায় ছিলেন, অবস্থান এখনো স্পষ্ট করেননি। বিভিন্ন তথ্য ঘেঁটে প্রধানমন্ত্রীর বেলায় এটুকু জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনা যখন চরমে, অর্থাৎ ৭০-এর নভেম্বর নাগাদ তিনি সন্তানসম্ভবা হলেন, জুলাইতে যখন গণহত্যা চরমে তখন ঢাকা মেডিক্যালে প্রসব হলো আমাদের ভাগিনা, সাথে পেয়েছিলেন নানী অর্থাৎ বেগম মুজিবকে। তার কোলে চড়েই বাসায় ফেরা। দুইজনের একজনও মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে থাকলে সেই ধরনের তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে হুমায়ূন আহমেদের 'দেয়াল' বইটি থেকে জেনেছি, মুক্তিযুদ্ধের সময় রাও ফরমান আলীর সাথে ড. ওয়াজেদ মিয়ার যোগাযোগ ছিল এবং তাদেরকে তিনি সাহায্য-সহযোগিতাও করতেন, অর্থাৎ তারা ভালোই ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সত্য-মিথ্যা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার মতো বিষয়টি আগেও লিখেছি। প্রসঙ্গটি তোলার কারণ, ৪৩ বছর পরও মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু শহীদের তালিকা নিয়ে একজনেরও মাথাব্যথা নেই। অথচ বাস্তবে এদের ত্যাগেই অনেকের এত বিত্তবৈভব, ক্ষমতা।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মতো পরোক্ষ যোদ্ধাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। হিন্দু পরিচয়ের কারণে এক দিকে প্রাণ বাঁচাতে ভারতে পালিয়ে গিয়ে মানবেতর জীবন, অন্য দিকে চোখের সামনে রিফিউজি ক্যাম্পে পাকিস্তানিদের শেলে দফায় দফায় হত্যা। নকশালদের হাতে চোখের সামনে কোপানো হলো ফুফাতো ভাইকে, পুরো পরিবারই ধ্বংস হয়ে গেল। এ ছাড়াও আমার পরমপ্রিয় পিতা যখন জ্যৈষ্ঠের ১০৫ ডিগ্রি রোদে বসে কুচবিহারে টাকা বাট্টা করতেন, তার মনের অবস্থা ভুলব কেন? বাবাকে প্রায়ই কাঁদতে দেখেছি। সীমান্ত কাছে বলে প্রায় ১০ হাজার রিফিউজি যখন শেরপুরে ঢুকল, তখন আমাদের মতো ভলান্টিয়ারদের কাজ ছিল কলসের পানি দিয়ে তৃষ্ণা মেটানো। বড়দের কাজ ছিল ১০ হাজার হিন্দুকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা। এপ্রিলের ১০ তারিখে ব্রহ্মপুত্রের



www.nagorikpathagar.org

ওই পাড়ে পাকসেনারা, মধুপুর থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। ১০ হাজার শরণার্থীর প্রধান অভিভাবক আমার বাবা। তার দক্ষতায় শেষমুহূর্তে ছাড় দিতে বাধ্য হলো পাকিস্তানপন্থীরা। সুতরাং আমার মতে, দুই ধরনের মুক্তিযোদ্ধা– ১. প্রত্যক্ষ, ২. পরোক্ষ।

বাবার জন্য না হলে শহরে কেন রক্তগঙ্গা বইত, সাক্ষী শেরপুরবাসী। দেশজুড়ে এ ধরনের লাখ লাখ পরোক্ষ মুক্তিযোদ্ধা, কষ্ট করে কাউকেই আমলে নেয়া হয়নি। নিজেদের প্রমোশন দিতে যারা ব্যস্ত, এসব তুচ্ছ কাজে তাদের রুচি নেই বলেই ধরে নিয়েছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরাও বসে থাকব। আমার এই তালিকা দেখে যদি কারো মনে প্রশ্ন জাগে, অবশ্যই উত্তর দেবো। তবে কেউ কেউ হঠাৎ দেশে এসে কিছু অনুসন্ধান করে বইপত্র লিখে সরকারের বিরাগভাজন হয়েছেন, বইও নিষিদ্ধ হয়েছে। আমার তালিকাটি সে রকম নয়। শেরপুরেই জন্ম, মুক্তিযুদ্ধ আমার অভিজ্ঞতা। শহীদের সংখ্যা নিয়ে মাথাব্যথার কারণ, আমরা চাই ৪৩ বছর দেরিতে হলেও সরকারি উদ্যোগে তালিকা তৈরি করে সংখ্যা বিতর্কের অবসান করা হোক। সংখ্যার সত্য উপস্থাপনের সময় এখনই। আমাদেরকে যারা স্বাধীনতা এনে দিলো, তাদের প্রাপ্য আর্কাইভ, তালিকা এসবের মাধ্যমে প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে। স্বর্ণ চুরির সাথে যখন মন্ত্রী জড়িত হন, তখন নেত্রী সাফাই না গাইলে বরং ক্ষোভ কিছুটা কমত। আমি কোনো গবেষক বা মুক্তিযোদ্ধা নই, কিন্তু অভিজ্ঞতা তো অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং ১০ হাজার মাইল দূরে বসে সংখ্যা নিয়ে মাথাব্যথা হওয়াই স্বাভাবিক।

টেস্ট কেস হিসেবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাঠপর্যায়ে কর্মী নামিয়ে আমার জেলার একটি তালিকা করার চেষ্টা করেছি, যার ৯৯ ভাগই সঠিক, এক ভাগ নিয়ে বিতর্ক থাকতেও পারে। এই তথ্য সংগ্রহে কেউ আমাকে কোনো অর্থ দেয়নি কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানও এর সাথে জড়িত নয়। স্থানীয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার "সাপ্তাহিক জয়" পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অ্যাডভোকেট আখতারুজ্জামান, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আগেও প্রচুর কাজ করেছি, তালিকাটা আমার সর্বশেষ আইডিয়া। অনুসন্ধানের কাজে হাত দিয়ে মনে হলো তালিকা করার পদ্ধতি এত সহজ হলে ওরা কেন ৪৩ বছর বসে? ৩৪ বছর প্রবাসী হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, লাখো কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে পয়সা নষ্ট করার বদলে সংখ্যা বিতর্কের অবসান ঘটালে ভালো হতো। প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে এখন পর্যন্ত চাক্ষুষ ব্যক্তি আছেন, যারা বলতে পারবেন এলাকার শহীদদের নাম-ঠিকানা। সরকারের উচিত এদের


www.nagorikpathagar.org

দিকে দৃষ্টি দেয়া, কারণ এটাই শেষ সুযোগ। ওরা চলমান ইতিহাস, অবিলম্বে যা ধরে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে, হলোকাস্ট এবং অন্যান্য গণহত্যার আর্কাইভ এভাবেই তৈরি হয়েছে। অন্তত এটুকু ১/১১-এর সরকার দেখিয়েছে, ঘরে ঘরে ভোটার আইডি করা যায়। ফলে শহীদের আইডিও করা যাবে। ভোটার আইডির তুলনায় শহীদের আইডি করা অনেক সহজ। আমার এলাকার আয়তন এবং শহীদের সংখ্যা, দুটোই দিয়েছি, সে মাফিক মনে হয়, দেশে গড় শহীদের সংখ্যা ৫০ হাজার থেকে এক লাখ হতে পারে। এ ছাড়াও স্থানীয় এমপিদের মাধ্যমে বহু আগেই শহীদের তথ্য সংগ্রহ করা উচিত ছিল। মতিয়া চৌধুরীর একটি এলাকার নাম সোহাগপুর গ্রাম, এক রাতে ১৮১ জন পুরুষকে গুলি করে হত্যা করলে নাম হলো- 'বিধবাপল্লী'। এক দশক আগে দুইবার গিয়ে বিধবাদের সাথে সারা দিন কাটিয়ে কিছু ভিডিও করলেও সেগুলো অগোছালো। বিধবাদের মানবেতর জীবনের কথা কী লিখব! এটা তো একটি উদাহরণ, এ রকম ভূরি ভূরি। আমার বিশ্বাস, মতিয়া চৌধুরীর এলাকার ১৮১ জনের নাম-ঠিকানার পূর্ণ তালিকা করে তাদের দেখভাল করছেন। কিন্তু আমার এই বিশ্বাসের ওপর ৪৩ বছর পরও কি আস্থা রাখতে পেরেছি? পারিনি, বরং মুক্তিযুদ্ধের নামে দুষ্কৃতকারীরা বারবার আমাকে বিস্মিত করেছে।

মুজিবের বক্তব্য সত্য হলে, ৭১-এর জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রতি ১৫ জনে একজন শহীদ (ইকোনমিস্টের তথ্য)। কিন্তু আসলেই কি তা হয়েছে? কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতেও পারে, কিন্তু এই রিপোর্টটি একটি টেস্ট কেস, চাইলে অনেকেই নিজ নিজ জেলার তালিকা করে বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারেন। সামাজিক মাধ্যমেও উদ্যোগটি আসতে পারে। ১০ হাজার মাইল দূরে বসে কাজটি করার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছি, এটি সম্ভব। তবে শুধু তালিকা না করার জন্য নয়, ক্রেস্টের স্বর্ণ চুরির ঘটনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে যখন চুরির সমর্থনে বক্তব্য আসে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো কোনো অন্যায়কারীর ক্ষেত্রে 'হু ইজ হি' বিবেচনায় আর কতকাল বিব্রত হবেন আদালত? অথচ কথায় কথায় আদালত অবমাননার কূলকিনারা নেই।

আমি বিশ্বাস করি, শহীদের সম্মানে ক্রেস্টের স্বর্ণ চুরিই নয়, তদন্ত প্রভাবিত করার মতো বক্তব্যের জন্য ভিভিআইপি'কেও আমলে নিয়ে আদালতের উচিত ব্যবস্থা নেয়া। অন্যথায় বিচারব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। 'হু ইজ হি' আদালতের বিবেচ্য নয়, বরং আইনের চোখ সবার জন্য সমান। অন্যথায় ৩০ লাখ বিতর্ক থাকবে অনন্তকাল অনন্তকাল। আমরাও চাই ধোয়ামোছা শেষে পরিচ্ছন্ন একটি বাংলাদেশ।


www.nagorikpathagar.org

...া জেলায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ

| মহল্লা/ গ্রাম | মোট |
|---|---|
| খরমপুর | মুক্তিযোদ্ধা ৪ জন সংশ্লিষ্টতায় অনূর্ধ্ব ১৩০ জন |
| পশ্চিমশেরী | |
| খুনুয়া | |
| সূর্যদী | |
| | |
| নাচন মহুরী | মুক্তিযোদ্ধা ৫ জন সংশ্লিষ্টতায় অনূর্ধ্ব ২০০ জন |
| সমচচূড়া | |
| জগৎপুর | |
| ধানশাইল | |
| মানিকজুড়া | |
| | |
| ভারেরা | মুক্তিযোদ্ধা ১৫ জন সংশ্লিষ্টতায় অনূর্ধ্ব ২৫০ জন |
| গোবিন্দপুর | |
| মাধবপুর | |
| মাটিফাটা | |
| গড়জরিপা | |
| ঐ | |
| ঐ | |
| ঐ | |
| হালুয়াঘাট | |
| ঐ | |
| গোপালখিলা | |
| ঐ | |
| ঐ | |
| কাকিলাকুড়া | |
| ঐ | |

**নালিতাবাড়ী উপজেলা**

| ক্রম. | শহীদের নাম | মহল্লা/ গ্রাম | মোট |
|---|---|---|---|
| ১ | নাজমুল আহসান | বরুয়াজানি | মুক্তিযোদ্ধা ৪ জন সংশ্লিষ্টতায় অনূর্ধ্ব ১৩০ জন |
| ২ | আলী হোসেন | ঐ | |
| ৩ | মোফাজ্জাল হোসেন | ঐ | |
| ৪ | আ: লতিফ | পলাশিয়া | |
| ৫ | ইদ্রিস আলী | কালাকুমা | |
| ৬ | নূর মুহাম্মদ | নয়াবিল | |
| ৭ | আলতাফ হোসেন | নন্নী | |
| ৮ | মফিজউদ্দিন | ঐ | |
| ৯ | চান মিয়া | ঐ | |
| ১০ | জসিমদ্দিন | বেকিকুড়া | |
| ১১ | আফছার আলী | ঐ | |
| ১২ | ইউসুফ আলী | পোড়াগাঁও | |
| ১৩ | আলাল উদ্দিন | বাঘবেড় | |
| ১৪ | হোসেন আলী | ঐ | |
| ১৫ | আ: রশীদ | ঐ | |
| ১৬ | আফছার উদ্দিন | পলাশীকুড়া | |
| ১৭ | আনোয়ার হোসেন আনাড় | ফুলপুর | |

**নকলা উপজেলা**

| ক্রম. | শহীদের নাম | মহল্লা/ গ্রাম | মোট |
|---|---|---|---|
| ১ | আকবর আলী | কিংকরপুর | মুক্তিযোদ্ধা ১৯ জন সংশ্লিষ্টতায় অনূর্ধ্ব ৫০ জন |
| ২ | ইয়াদ আলী | নকলা | |
| ৩ | সুরুজ্জামান | ঐ | |
| ৪ | দুলাল উদ্দিন | ধুকুরিয়া | |
| ৫ | শশী | ঐ | |
| ৬ | জালাল উদ্দিন | দনাকুশা | |
| ৭ | আ: রশীদ | উরফা | |
| ৮ | জমশেদ আলী | ঐ | |
| ৯ | সুরুজ্জামান | লয়খা | |
| ১০ | শাহেদ আলী ফকির | কুসসা বাদাগৈড় | |
| ১১ | হযরত আলী | ঐ | |
| ১২ | অহেদ আলী | ঐ | |
| ১৩ | হাসমত আলী | ঐ | |
| ১৪ | ইদ্রিস আলী | গৌড়দ্বার | |
| ১৫ | সুলতান | কেজাইকাটা | |
| ১৬ | বমিউদ্দিন | ঐ | |
| ১৭ | মন্তু মিয়া | নারায়ণখোলা | |
| ১৮ | আনারুল হক | বানেশ্বরদী | |
| ১৯ | আজিজুল হক | কবুতরমারী | |

জেলায় মৃত/ শহীদের সংখ্যা = ৯৯০


www.nagorikpathagar.org

# BANGLADESH
# বাংলাদেশ

LIBERATION SUPPLEMENT December 16, 1971

# JOI Bangla—Victory For Bangladesh

# BANGLADESH COMPLETELY LIBERATED

## ENEMY SURRENDERS UNCONDITIONALLY

Father of the Nation Sheikh Mujibur Rahman

Bangladesh, the 8th largest nation in the world, is completely liberated today, December 16, 1971. At one minute past 6 a.m. Washington, D.C. time, the West Pakistani enemy troops formally surrendered to the Bangladesh Mukti Bahini and the Indian troops. The surrender is reported to be unconditional.

Bangladesh was formally proclaimed as an independent sovereign republic by the elected representatives of former East Pakistan at Mujibnagar on April 10, [illegible] and the Government was installed on April 17. Earlier, on March 25, Yahya Khan [illegible] Punjabi General Tikka [illegible] popular Bengali [illegible]. A general attack [illegible] unarmed [illegible] Bangladesh. [illegible] have reported that [illegible] people have [illegible] Bangladesh.

**Bhutto Nervous**

[illegible]

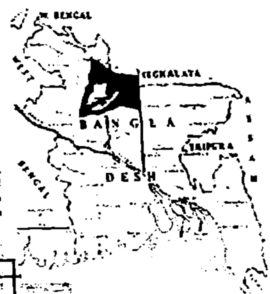


Land of 75,000,000 People



www.nagorikpathagar.org

# পরিশিষ্ট - ৬

## Historian revises estimate of Civil War dead

**By Rachel Coker • Sep 21, 2011 • News•**

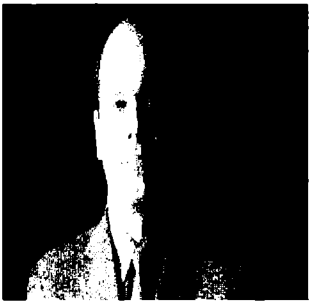

The Civil War stands as the deadliest conflict in U.S. history.Hundreds of thousands died in battle. Poor conditions in military encampments took the lives of many more. The effects of this bloody conflict reverberated across the lives of the 3 million men who fought in the war as well as the generations that followed

The Civil War stands as the deadliest conflict in U.S. history. Hundreds of thousands died in battle. Poor conditions in military encampments took the lives of many more. The effects of this bloody conflict reverberated across the lives of the 3 million men who fought in the war as well as the generations that followed.

A new analysis of census data suggests that this grisly era was even more costly than experts previously believed. Binghamton University historian J. David Hacker says the war's dead numbered about 750,000, an estimate that's 20 percent higher than the commonly cited figure of 620,000. His findings will be published in December in the journal *Civil War History.*

"The traditional estimate has become iconic," Hacker says. "It's been quoted for the last hundred years or more. If you go with that total for a minute — 620,000 — the number of men dying in the Civil War is more than in all other American wars from the American Revolution through the Korean War combined. And consider that the American population in 1860 was about 31 million people, about one-tenth the size it is today. If the war were fought today, the number of deaths would total 6.2 million."



www.nagorikpathagar.org

The 620,000 estimate, though widely cited, is also widely understood to be flawed. Neither the Union nor the Confederacy kept standardized personnel records. And the traditional estimate of Confederate war dead — 258,000 — was based on incomplete battle reports and a crude guess of deaths from disease and other non-combat causes. "It's probably shocking to most people today that neither army felt any moral obligation to count and name the dead or to notify survivors," Hacker says. "About half the men killed in battles were buried without identification. Most records were geared toward determining troop strength."

Pulitzer Prize-winner James McPherson, the preeminent living historian of the war, says he finds Hacker's new estimate plausible. "Even if it might not be quite as high as 750,000, I have always been convinced that the consensus figure of 620,000 is too low, and especially that the figure of 260,000 Confederate dead is definitely too low," McPherson says. "My guess is that most of the difference between the estimate of 620,000 and Hacker's higher figure is the result of underreported Confederate deaths."

Some researchers have tried to re-count deaths in selected companies, regiments and areas. But Hacker says these attempts at a direct count will always miss people and therefore always underestimate deaths. "There are also huge problems estimating mortality with census data," he explains. "You can track the number of people of certain ages from one census to the next, and you can see how many are missing. But the potential problem with that is that each census undercounted people by some unknown amount, and an unknown number of people moved in and out of the country between censuses."

However, new data sets produced in the past 10 years or so, instead of giving the aggregate number of people in certain age groups, identify each person and his or her age, race and



www.nagorikpathagar.org

birthplace. Hacker realized that civilian deaths were so low relative to soldiers' deaths that he could compare the number of native-born men missing in the 1870 census relative to the number of native-born women missing and produce an estimate from that.

He looked at the ratio of male survival relative to female survival for each age group and established a "normal" pattern in survival rates for men and women by looking at the numbers for 1850-1860 and 1870-1880. Then he compared the war decade, 1860-1870, relative to the pattern.

Hacker's method allowed him to get around the problem of differential census counts, too. The 1870 census, for instance, was notoriously poor in the South. But in this context it shouldn't matter: If it's bad for men, it's also bad for women, which preserves the pattern. Hacker added in the conventional estimate of black soldiers' deaths. On the civilian side, an estimated 50,000 people died as a result of the war. Hacker assumes the number of civilian deaths among white women age 10 to 44 is zero in his model, so that can't account for his number being higher than the conventional estimate.

Hacker says he found approximately 750,000 male deaths beyond what would have been expected over the course of the decade. His estimate includes deaths of men who may have been wounded on the battlefield or contracted a disease in camp and then died at home. It also includes deaths from Cold Mountain-style guerilla warfare. About 30,000 of the men who participated in the war would have died even if there hadn't been a war, so Hacker sees his estimate as conservative even though it's far higher than the conventional figure.

Hacker's new estimate of Civil War deaths spans a wide margin: 650,000 to 850,000, with 750,000 as the central figure. "Highlighting the potential error in my estimate also calls


www.nagorikpathagar.org

attention to the potential error in other ways of arriving at estimates," he says. "The war came right at the beginning of modern statistical understanding. It's the first war when we can try to count all these people, but we can't do it well. In some ways, this number is our best estimate of the social costs of the war. So it's important to get it right."

Lesley J. Gordon, professor of history at the University of Akron and editor of *Civil War History*, the oldest peer-reviewed journal focused on the era, says she knew that Hacker's findings were exciting as soon as she read his paper. "What I appreciate about it is he's showing us that you can take an accepted fact like these numbers and, yes, there are reasons to be doubtful," she says. "There are ways to challenge ourselves and think about things that have been accepted all these years. The number has been undercounted. It might not be exact, and that's OK, but we're still off by a considerable amount."

Like earlier estimates, Hacker's includes men who died in battle as well as soldiers who died as a result of poor conditions in military camps. "Roughly two out of three men who died in the war died from disease," he says. "The war took men without acquired immunities to infectious diseases from all over the country and brought them all together into crowded camps that became very filthy very quickly. It was a decade before some key discoveries in microbiology about disease pathogens and sanitation. They had a sense that cleaner air and water is healthy, of course, but they didn't have a sense of clean water at the microbiological level." Deaths resulted from diarrhea, dysentery, measles, typhoid and malaria, among other illnesses.

There's debate among historians about the destructiveness of the war. Was it a "total" war, a war levied against a population, not just an army? "If you want to argue that the conflict was very destructive, the 750,000 number could certainly suggest that," Hacker says. "On the other hand, you could emphasize


www.nagorikpathagar.org

that neither army directly targeted the civilian population, that the number of civilian deaths was relatively low and that most soldiers' deaths were not on the battlefield. Only when you add both sides' casualties, which we don't do for other wars, can you get to that total."

He notes that the new figure would indicate higher numbers of widows and orphans in the post-war years. If his revised estimate is accurate, the new death count is greater than all American war deaths from other conflicts combined, from the Revolution to the present day. It fundamentally changes our ideas about the human and psychic costs of the conflict.

Gordon agrees. "When you have that many men gone, 20 percent more men dead, it does add a layer to the suffering," she says. "It adds to our understanding of that generation." At the very least, she says, Hacker's findings mean that historians need to put a large asterisk next to the commonly cited death toll.

McPherson says Hacker's new figure should gain acceptance among historians of the era. "An accurate tally — or at least a reasonable estimate — is important in order to gauge the huge impact of the war on American society," he says. "Even if the number of war dead was 'only' 620,000, that still created a huge impact, especially in the South, and a figure of 750,000 makes that impact — and the demographic shadow it threw on the next two generations of Americans — just that much greater."



www.nagorikpathagar.org

# Historian revises estimate of Civil War dead

The Civil War stands as the deadliest conflict in U.S. history. Hundreds of thousands died in battle. Poor conditions in military encampments took the lives of many more. The effects of this bloody conflict reverberated across the lives of the 3 million men who fought in the war as well as the generations that followed.

A new analysis of census data suggests that this grisly era was even more costly than experts previously believed. Binghamton University historian J. David Hacker says the war's dead numbered about 750,000, an estimate that's 20 percent higher than the commonly cited figure of 620,000. His findings will be published in December in the journal *Civil War History*.

## অতিরিক্ত পরিশিষ্ট - ১

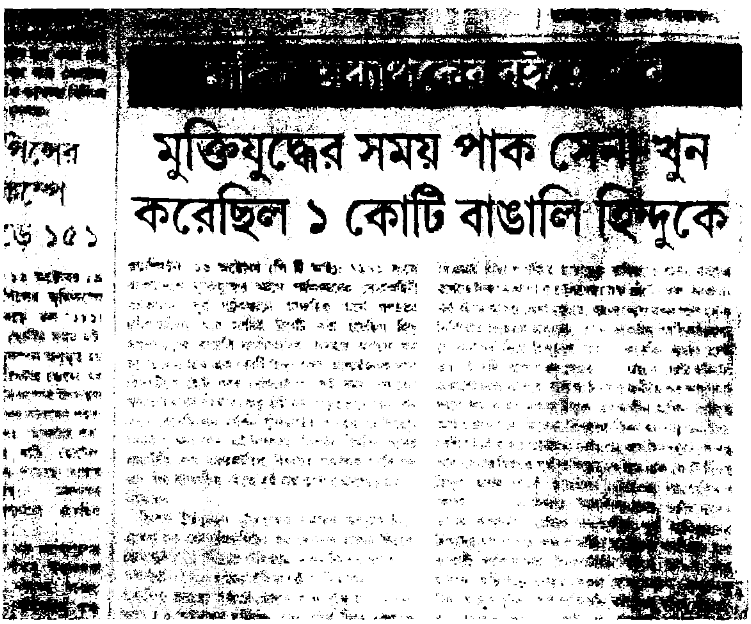

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনা খুন করেছিল ১ কোটি বাঙালি হিন্দুকে



www.nagorikpathagar.org

# অতিরিক্ত পরিশিষ্ট - ২

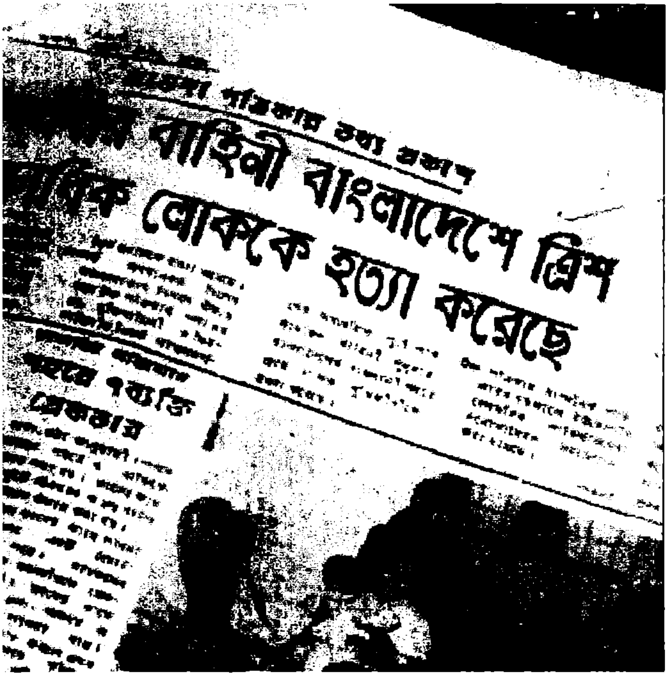




www.nagorikpathagar.org

একাত্তরে যুদ্ধে যাওয়ার বয়স নিয়েও
যারা যুদ্ধে যাওয়ার পরিবর্তে
বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করেছে, পরীক্ষা দিয়েছে;
অবরুদ্ধ নগরীতে
'মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতার
চেষ্টা করেছে এমন কথাও
যাদের সম্পর্কে কখনো শোনা যায় না',
স্বাধীনতার চুয়াল্লিশ বছর পর
তাঁরা যদি আজ মুক্তিযুদ্ধের
চেতনার নিশান বরদার বা
পাহারাদার হতে পারেন,
তাহলে উল্টোটাই বা
সম্ভব নয় কেন?

**হাসান শফি**



www.nagorikpathagar.org

# সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি ও দলিলাদি


আলী, কর্ণেল শওকত: ২০০১, সত্য মামলা আগরতলা, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

*মুকুল, এম আর (মোস্তফা রওশন) আখতার: ২০১০, চরমপত্র (তৃতীয় মুদ্রণ), অনন্যা প্রকাশন, ঢাকা*

রহমান, ড. সাঈদ-উর: ২০০৪, ১৯৭২-১৯৭৫ কয়েকটি দলিল, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা

ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদিত): ১৯৯৮, বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ , জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা

মাসকারেণহাস, অ্যান্থনী: রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (অনূদিত ): ২০০৬, দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ, পপুলার পবলিশার্স

রহমান, সিরাজুর ২০০৪এক জীবন এক ইতিহাস, প্রকাশনী ঐতিহ্য

মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী; ঝিনুক প্রকাশন

বৈদ্য, ডাঃ কালিদাস, বাঙ্গালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব, ২০০৫; কর্মকার বুক স্টল, ১০৪ রামলাল বাজার, কোলকাতা-৭০০০৭৮

জহুরী, ত্রিশ লাখের তেলেসমাত,

মাসকারেণহাস,অ্যান্থনী; অনূদিত ঃ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (রনাত্রি) দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ;

হাসান, ডাঃ এম এ; যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ,

ইকবাল, মুহম্মদ জাফর; ২০১০; কলামসমগ্র-২; অনন্যা

উল্লাহ, কর্ণেল (অব:) মোহাম্মদ সফিক, বীর প্রতীক; ২০০৪;/ একাত্তরের রনাঙ্গণ: গেরিলাযুদ্ধ ও হেমায়েত বাহিনী; আহমদ পাবলিশিং হাউস

রনো, হায়দার আকবর খান; ২০০৫; শতাব্দী পেরিয়ে, তরফদার প্রকাশনী

বসু, শর্মিলা; (অনুবাদ) সুদীপ্ত রায়; ডেড রেকনিং ১৯৭১- বাংলাদেশে যুদ্ধের স্মৃতি,

হোসেন, এম. আই. ; ২০১৪; বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ, (দ্বিতীয় সংস্করণ) ; ইস্টার্ন পাবলিকেশন

মামুন, মুনতাসীর, (সম্পাদনায়); ১৯৭১ চুকনগরে গণহত্যা

মজুমদার, রামেন্দ্র; ২০০৭; প্রথম ত্রিশ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

শরীফ, আহমদ; ২০০৮; বাঙলার বিপ্লবী পটভূমি, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী




www.nagorikpathagar.org

কাদির, মুহাম্মদ নূরুল, এডভোকেট, ১৯৯৭; দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, মুক্তি প্রকাশনী

রহমান, ড. সাঈদ-উর; ২০০৪; কালে কালান্তরে; আফসার ব্রাদার্স।

Rummel, Rudolph J.;1998; Statistics of Democide: Genocide and Mass Murder Since 1900, LIT Verlag, Berlin

Chowdhury, Dr. M. Abdul Mu'min; Behind the Myth of 3 million, ; ePublication

The Bangladesh National Liberation Struggle [Imdemnity] Order, 1973

Benjamin A. Valentino, 2005; Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the 20th Century;Cornell University Press.

Bose, Sarmila; 2011; Dead Reckoning Memories of the 1971 Bangladesh war,Hurst Publishers.

Rahim, M, A,; 1981;History of the University of Dacca, ; University of Dacca.

Gupta, Jyot Sen; History of Freedom Movement in Bangladesh 1943-1973; Naya Prokash, Calcutta

Payne, Robert: 1973, Massacre, Macmillan, New York.

Bass, Gary Jonathan : The Blood Telegram India's Secret War in East Pakistan, Random House India, 2013

Sisson, John Richard and Ros, Leo E; 2222War and Secession: Pakistan, India and Creation of Bangladesh;

Rummel, Rudolph J.; 2011, Death by Government, Transaction Publishers.

## ইন্টারনেট/ওয়েবসাইট

-1. http://www.virtualbangladesh.com

2. http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/
08/the-guardian-view-on-the-bangladesh-history-debate-distorted-by-politicsaccessed on 09.04.2016

3. http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22787 accessed on 28.01.2016



www.nagorikpathagar.org

4. http://www.priyo.com/blog/2014/03/03/56744.
html#sthash W8dKeb0G.dpuf
5. http://www.jjdin.com/?view=details&archiev=yes &
arch_date=9-08-2013& ype=single&pub_no=583&cat
id=1&menu_id=14&news_type_id=1&index=11
6. http://www.bdnow.net/blog/blogdetail/detail/2601/
muhon/73091#.VxEzr-QwCYg accessed on 5.04.2016
7. http://timesofindia.indiatimes.com/.../articlesh
.../3147513.cms...
8. http://www.bbc.com/news/world-asia-16207201
9. http://www.ptbnews24.com/91881?q=print accessed on
28.01.2016
10. http://www.pamphleteerspress.com/the-case-of-david-
bergman/;accessedon15.03.2016
11. http://www.pamphleteerspress.com/the-case-of-david-
bergman/ accessed on 15.03.2016
12. www.banglanews24.com/printpage/page/454679.html
accessed on 28.01.2016
13. http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22787 accessed
on 28.01.2016
14. www.banglanews24.com/printpage/page/454679.html
accessed on 28.01.2016
15. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/
Bangladesh_War_of_Independence//accessedon03.01.2012
16. http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Searchlight; accessed
on 04.01.2012.
17. http://www.unbconnect.com/component/news/task-show/id-
43576//accessed on 03.01.2012
18. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Police // date
02.01.2012
19. http://bgb.gov.bd/index.php /bgb/history// accessed on
03.01.2012



www.nagorikpathagar.org

20. http://www.pamphleteerspress.com/the-case-of-david-bergman/;accessedon 15.03.2016
21. http://anindyatito.blogspot.com/2012_04_01 _archive.htmlaccessedon 25.04.2016
22. http://www.kalerkantho.com/print-edition/sub- editorial /2016/ 01/29/318685
23. http://www.kalerkantho.com/print-edition/sub-editorial/2016/01/29/318685
24. http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/ apr/08/the-guardian-view-on-the-bangladesh-history -debate-distorted-by-politicsaccessed on 09.04.2016
25. http://www.theguardian.com/…/mujib-confusion-on-bangladeshi…
26. wcbvKxi e-M, www.dw.com
27. http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22787 accessed on 28.01.2016
28. http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/ apr/08/the- guardian-view-on-the-bangladesh -history-debate-distorted-by-politicsaccessed on 09.04.2016

## পত্র/পত্রিকা

১. ২২.১২.২০১৫ তারিখের দৈনিক প্রথম আলো আলোসহ অন্যান্য পত্রিকা।
২. আমাদের সময়; তারিখঃ ২৭.০৯.২০১০
৩. The Guardian এর Editorial
৪. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৮.০৩.২০১৬
৫. দৈনিক জনকণ্ঠ, তারিখঃ ২৩. ১১. ১৯৯৫
৬. দৈনিক ইত্তেফাক, তারিখঃ ২৬.০৩.২০০৩
৭. দৈনিক মানব জমিন, তারিখঃ ০৭.০৩.২১০৬
৮. দৈনিক প্রথম আলো (সহ অন্যান্য সকল দৈনিক), তারিখঃ ১৯.০৮.২০১৪



www.nagorikpathagar.org

৯. যায়যায়দিন তারিখঃ ০৩.১২.২০১৪

১০. দৈনিক নয়াদিগন্ত, তারিখঃ ০৮.০৩.২০১৬

১১. সাপ্তাহিক ২৮ অক্টোবর ২০১০

১২. বাংলাদেশে যুদ্ধের স্মৃতিচারণ, দৈনিক ইনকিলাব, ১২ মার্চ ১৯৯৪

১৩. The Guardian, ÒThe Missing MillionsÓ; 6 June 1972.

১৪. Tanks crushed revolt in Pakistan, Simon Dring, Daily Telegraph (London); March 30, 1971

১৫. ০৩.২.২০১৬ তারিখে ATN News Talkshow.

১৬. আমাদের সময়; তারিখঃ ২৭.০৯.২০১০।

– সমাপ্ত –



www.pathagar.com

ইস্টার্ণ পাবলিকেশন্স

Price : 130.00

U$ : 5.00